ইউনিট ২

বাংলা ভাষা শিক্ষণ পদ্ধতিসমূহ

সনাতন পদ্ধতি

বক্তৃতা ও প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি, আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি, আরোহী ও অবরোহী এবং গাঠনিক পদ্ধতি

অধিবেশন-৮ : বক্তৃতা ও প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

অধিবেশন-৯ : আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

অধিবেশন-১০ : আরোহী ও অবরোহী এবং গাঠনিক পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

অধিবেশন-১১ : ভূমিকাভিনয়, মাথা খাটানো পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

অধিবেশন-১২ : সমস্যা সমাধান ও মাইন্ড ম্যাপিং : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

অধিবেশন-১৩ : একক, দলীয় কাজ ও জোড়ায় কাজ : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৮**

বক্তৃতা ও প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

সনাতন পদ্ধতির অন্যতম প্রধান প্রচলিত করণীয়, অনেক আগে থেকেই হয়ে এসেছে : বক্তৃতার মধ্যদিয়ে শেখানো। অন্যান্য সকল বিষয় শিক্ষাদানের মত ভাষাশিক্ষণেও এই পদ্ধতি পূর্বকাল থেকে এখন পর্যন্ত সর্বাধিক ব্যবহৃত। প্রাথমিক ভাবে সহজ ও সম্ভাব্য হলেও এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা আধুনিক শিক্ষণ-কার্যক্রমে দূর করার উদ্যোগ বিশ্বব্যপ্ত। এরই অনুক্রমে এসেছে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি, যা বক্তৃতা পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের একটা ধাপ বিশেষ। টেকসই ও কার্য-উপযোগী শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করতে হলে এই দুই সনাতন পদ্ধতির স্বরূপ ভালভাবে বুঝে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- বক্তৃতা পদ্ধতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সুবিধা অসুবিধা বলতে পারবে।
- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির স্বরূপ ও সুবিধা-অসুবিধা কলাকৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ ঃ বক্তৃতা পদ্ধতির (Lecture Method) স্বরূপ

আপনাদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন যে, এই পদ্ধতিতে শিক্ষক একাই বক্তৃতা দেবেন বা ক্লাশে বলে যাবেন -- আর শিক্ষার্থীরা শুনে যাবে (ধরে নেয়া হয় : চুপচাপ শুনে যাবে) এবং কখনো শিক্ষক কিছু জিজ্ঞেস করলে শিক্ষার্থী শুধু জবাব দেবে বা কথা বলবে। একথা খুব বিশদ করার প্রয়োজন নেই যে, শিক্ষককেন্দ্রিক এবং বিষয়কেন্দ্রিক পদ্ধতির অন্যতম সনাতন পদ্ধতি হলো বক্তৃতা পদ্ধতি। বলা হয়ে থাকে: মধ্যযুগে ইউরোপে উচ্চ শিক্ষার বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় থেকেই এই পদ্ধতি অনুসৃত হতো; সেখানে গ্রিক পন্ডিতদের মতবাদ উপস্থাপনার জন্য পান্ডুলিপির বিষয়বস্তু বক্তৃতার মাধ্যমে পরিবেশিত হতো। ১৮শ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের সমর্থনে এই পদ্ধতি আরো সুদৃঢ় হয়, জার্মান উচ্চ-বিদ্যাপীঠে প্রথম এই পদ্ধতি বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তিতে প্রবর্তিত হয়।

বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

আমাদের দেশে শিক্ষক-প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞগণ বক্তৃতা পদ্ধতির নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্যাবলি নির্দেশ করেন।

১. এটি সর্বদাই শিক্ষক-নির্ভর পাঠদান প্রক্রিয়া বিশেষ।

২. বক্তৃতা পদ্ধতিতে (ওপরে যেমনটি বলা হয়েছে), শিক্ষকই বলে যান আর শিক্ষার্থীরা প্রধানত শুনে যায়।

৩. নিঃসন্দেহে বক্তৃতা পদ্ধতি অনেক পুরনো পাঠদান প্রক্রিয়া, একথা বলাই বাহুল্য।

৪. স্বল্প সংখ্যক থেকে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য।

৫. সাধারণত, এতে কোনো রকম যন্ত্রপাতি বা সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন পড়ে না।

৬. সময় ও অর্থ সাশ্রয় দুই-ই এতে করা যেতে পারে।

৭. বোঝাই যায় যে, বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষকের কর্মতৎপরতাই সর্বাধিক।

৮. ধরে নেয়া হয় যে, এর মাধ্যমে অল্প সময়ে অনেক বিষয়বস্তুর পাঠদান সম্পন্ন করা যেতে পারে।

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধা/উপযোগিতা

বক্তৃতা পদ্ধতি প্রাচীন বা গতানুগতিক হলেও এটির ব্যবহারে কিছু সুবিধা/উপযোগিতার কথা বলা হয়ে থাকে। যেমন-

১. এতে এক সঙ্গে, প্রয়োজন হলে, অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা যেতে পারে।

২. ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী, কেননা শিক্ষকের মৌখিক উপস্থাপন সম্বল করেই পাঠদান চলতে পারে।

৩. প্রাক-পরিকল্পনা করতে পারলে, অল্প সময়ে অধিক তথ্য পরিবেশন করে এই পদ্ধতিতে পাঠদান করা যায় বলে নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাসূচি সমাপ্ত করা যেতে পারে।

৪. উপরিউক্ত প্রাক-পরিকল্পনায় শিক্ষকের প্রস্তুতি সময়-উপযোগী হতে পারে; বক্তৃতা সুন্দর ও শ্রুতি-আকর্ষক করার জন্য শিক্ষক প্রস্তুত হয়ে থাকেন।

৫. বক্তৃতা শুনে-শুনে শিক্ষার্থীর বাস্তবক্ষেত্রে শ্রবণ-ক্ষমতা ও শ্রুত বিষয়ের তাৎপর্য অনুধাবনের অনুভূতি বৃদ্ধি পায় বলে ধরে নেয়া হয়।

৬. এই পদ্ধতিতে পাঠদানের মাধ্যমে সুবিধা মত ভাষা, কৌশল ও উপমা ব্যবহার করে শিক্ষণীয় বিষয়কে পূর্ণাঙ্গ রূপে ব্যক্ত করা যায়।

৭. বক্তৃতার সময় শিক্ষার্থীরা বেশি প্রশ্ন করার সুযোগ পায় না বলে শিক্ষক বাধাহীনভাবে, নিজের মত গুছিয়ে পাঠদানে এগিয়ে যেতে পারেন।

৮. উন্নয়নশীল দেশে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণের জন্য পর্যাপ্ত পাঠসহায়ক উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সমর্থন (logistic support) প্রয়োজন অনুযায়ী পাওয়া যায় না; তাই বক্তৃতামূলক পদ্ধতির ওপর নির্ভর করতেই হয়।

বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

আপাতত বক্তৃতা পদ্ধতির কিছু-কিছু সুবিধা থাকলেও কার্যকর পাঠদানের ফললাভে এই পদ্ধতির অসুবিধাগুলোই প্রকট হয়ে থাকে। সেগুলোকে নিম্নরূপ ভাবে তালিকাকৃত করা হয়ে থাকে :

১. এই পদ্ধতি ব্যবহারে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শিখন অসম্পূর্ণ থেকে যায়, কারণ - শিক্ষক সর্বস্ব বলে এটি একমুখী এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া (interaction, তথা ভাবের আদান-প্রদান)-এর সুযোগ একেবারেই সীমিত।

২. এখানে শিক্ষার্থীর সামর্থকে বিবেচনায় আনার সুযোগ বা প্রক্রিয়া কার্যকর নয়; তার মেধা, মনন, চাহিদা -- সবই অপ্রধান, গুরুত্বহীন। তাই এই পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয় বলে বড় অভিযোগ।

৩. বক্তৃতার সর্বব্যপ্তিতে শিক্ষার্থীরা একান্তভাবে শিক্ষকের ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ফলে সমস্যা ও জ্ঞান-বিচারের ক্ষেত্রে, কোনো বিষয়ের তাৎপর্য বোঝার জন্য শিক্ষকের মুখাপেক্ষি না হয়ে পারে না।

৪. এই পদ্ধতি পাঠের লক্ষ্য অর্জনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়, কারণ- এখানে পাঠদানকে সফল করার জন্য শিক্ষকের যে যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজন সে রকম উপযুক্ত-শিক্ষক খুব কমই পাওয়া যায়।

৫. এখানে শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ পায় না; ফলে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও অন্যান্য দক্ষতা বাড়ানোর সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হয়।

৬. বক্তৃতা পদ্ধতির পাঠদানে উন্নতমেধা ও ক্ষীণমেধা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সার্বিক ভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

৭. এখানে শিক্ষককে শ্রেণীশৃঙ্খলা রক্ষা ও পাঠের অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য কিছুটা কঠোর হতে হয়, নতুবা পাঠদান সার্থক করা যায় না।

৮. এতে যদিও শিক্ষকের জ্ঞানের প্রকাশ ঘটে কিন্তু শিক্ষার্থীর তা হয় না; ফলে 'শিখন সঞ্চালন' সম্ভব হয় না।

৯. একবার বক্তৃতা পদ্ধতিতে পাঠদানে অভ্যস্ত হয়ে গেলে শিক্ষকের উদ্ভাবনী শক্তি ব্যাহত হতে পারে; তাতে তাঁর ঐ উদ্ভাবনী শক্তিও স্তিমিত হয়ে পড়ে।

বক্তৃতা পদ্ধতির একঘেয়েমি যেমন করে দূর করা যায়

১. একজন সফল অভিনেতার অনেক গুণ এক্ষেত্রে কাজে লাগে; যেমন - শিক্ষকের কণ্ঠস্বর, বক্তব্য, উপস্থাপন এবং প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ট মনোজ্ঞ হওয়া। এমন কি কণ্ঠস্বর তেমন ভাল না হলেও অন্য দুটি গুণেই অনেক সফল শিক্ষক হয়ে থাকেন (শহীদ বুদ্ধিজীবী, স্বনামখ্যাত বাংলার অধ্যাপক মুনির চৌধুরী যেমনটি ছিলেন)।

২. যেহেতু এই পদ্ধতিতে পাঠদানে নিছক বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের মনে একঘেঁয়েমী, অবসাদ, ক্লান্তি, বিরক্তির সঞ্চার ঘটে, তাই বক্তৃতাকে আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়।

৩. এখানে শিক্ষকের যথাসম্ভব মিতভাষী হওয়া আবশ্যক। অপ্রাসঙ্গিক বিবৃতিদান ও বর্ণনা-ব্যাখ্যা থেকে তিনি সচেতন ভাবে বিরত থাকবেন। তবে তাঁকে মূল বিষয়বস্তুর সাথে অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ উপমা, উদাহরণ ও গল্প উপস্থাপন করতে হবে।

এগুলো ছাড়া আপনি নিজে বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলির ব্যাপারে আর কী-কী উল্লেখ্য যোগ করতে পারেন ?

পর্ব-২ ঃ প্রশ্নোত্তর (Question Answer Method) পদ্ধতি

মূল বক্তব্যকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করার জন্য এবং শিক্ষার্থীরা যাতে মূল বক্তব্য অনুধাবনে তৎপর হয় সে উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরের কৌশল এখানে অনুসরণ করা হয়। আলোচ্য পাঠকে কেন্দ্র করে কতগুলো ছোট-ছোট প্রশ্ন করা হয়। তাতে করে সে সব প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে শিক্ষার্থীরা মূল বক্তব্যকে অনুধাবনে তৎপর হয়।

এর সবচেয়ে বড় দিক হলো - শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মূলবক্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার সুযোগ তেমন নাই, কেননা প্রতিটি প্রশ্নেই মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্যই রচিত হয়। শিক্ষকের প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশল এক্ষেত্রে সাফল্যের পেছনে কাজ করে। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সহায়তায় প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়া পরিচালনা করতে পারলে পাঠদানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া সহজ হয়।

আধুনিক যুগে পৃথিবীর উন্নত ও প্রাগ্রসর দেশে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি সাফল্য লাভ করছে। শ্রেণী পাঠদানে এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত, ফলে এটিকে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বলতে বাধা নেই।

এই পদ্ধতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতি, পাঠের পূর্ব-পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুতি, সংগ্রহ ও প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য সাধারণ ভাবেই আপনি বের করে নিতে পারেন। যেমন-

১. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সমান ভূমিকা পালন করতে পারে। তবে উভয়েরই মানসিক প্রস্তুতি থাকা বাঞ্ছনীয়, কেননা মানসিক শৈথিল্য গোটা শিক্ষাদান পরিস্থিতিকে অবজ্ঞার বস্তুতে পরিণত করতে পারে।

২. এই পদ্ধতি শিক্ষক- শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করা এবং তা নিবারণ এই পদ্ধতিতে করা যায়।

৩. ক্লাশের সকল শিক্ষার্থীকে একই প্রশ্ন করে তাদের প্রত্যেকের বিভিন্ন মেধার যাচাই করা যেতে পারে।

৪. দামী শিক্ষোপকরণ ছাড়াই এই পদ্ধতিতে সাবলীলতার সঙ্গে শ্রেণীকক্ষে প্রাণের সঞ্চার হতে পারে। অর্থাৎ এটি ব্যবহারে কোনো অর্থনৈতিক সমস্যা নেই।

৫. শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ম করে।

৬. এটিকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি বলা যেতে পারে।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুবিধা/উপযোগিতা

ক) এই পদ্ধতির প্রয়োগে অর্থনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

খ) সরাসরি মনের ভাব আদান-প্রদানের সুযোগ থাকায় শিক্ষণীয় বিষয়ের যে অংশ জটিল বলে মনে হয় শিক্ষার্থী প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষকের কাছ থেকে তা বুঝে নিতে পারে। শিক্ষকও প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর পারগতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে সে অনুযায়ী পাঠদান করতে পারেন এবং প্রশ্নোত্তরের পুনরাবৃত্তির দ্বারা পাঠের মূল বক্তব্য অনুধাবনে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে পারেন।

গ) পাঠ গ্রহণে শিক্ষার্থী কতটুকু মনোযোগী শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তা জানতে পারেন।

ঘ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষের ভেতরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয়তা ও কর্মতৎপরতা জাগিয়ে তোলে।

ঙ) এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির দরজা খুলতে এবং যুক্তিতর্কের অবতারণা করতে শিক্ষক যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন।

চ) প্রশ্নোত্তর প্রক্রিয়া ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সামনে কোনো বিষয় উপস্থাপন করলে তারা স্বকীয়তা প্রকাশের সুযোগ পায়।

ছ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষকগণ প্রকৃষ্ট শিক্ষণ পদ্ধতির কয়েকটি নীতি অত্যন্ত সহজ ও সাবলীলভাবে অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধিতে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করতে পারেন। [সেই নীতিগুলো হলো : মূর্ত থেকে অমূর্ত, সহজ থেকে জটিল, জানা থেকে অজানা, নির্দিষ্ট থেকে অনির্দিষ্ট, বিশেষ থেকে সাধারণ, সমগ্র থেকে অংশ ইত্যাদি।]

জ) প্রয়োজনবোধে শ্রবণ-দর্শনমূলক উপকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির মান আরো উন্নত করতে পারে।

ঝ) গতানুগতিক বক্তৃতা পদ্ধতির সহজ বিকল্প হলো প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি।

ঞ) শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি না হলে (সাধারণত ৫০ এর বেশি) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি বাস্তবায়নে খুব একটা সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

উপরে বর্ণিত সুবিধাগুলো থাকা সত্ত্বেও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের কিছু অসুবিধার দিকও আছে। সেগুলো এই রকম :

ক) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো : ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিষয়বস্তুর সঠিক উপস্থাপন। যদি প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে সেগুলো রচিত ও উপস্থাপিত না হয় তবে প্রশ্নোত্তরের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। কেননা, বিষয়বস্তুর যেন-তেন উপস্থাপন শিক্ষার্থীর মনে কোনো চিরস্থায়ী দাগ কাটতে পারে না, বরং ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে।

খ) মানতেই হবে যে, ব্যক্তিভেদে শিক্ষকের প্রশ্ন করার দক্ষতা ও কৌশল সমান কার্যকর হয় না; এই গুণ রপ্ত করতে না পারলে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন তৈরি এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে-কোনো ধরনের প্রশ্নের মোকাবিলা তিনি করতে পারেন না।

গ) বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব-প্রস্তুতি না ঘটলে শিক্ষকের পক্ষে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে সাফল্য অর্জন সম্ভব নয়।

ঘ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতে উপস্থিত প্রশ্নাবলি শিক্ষার্থীর চাহিদা, বয়স, আগ্রহ ও মেধার উপযোগী না হলে তা থেকে সুফল আশা করা যায় না। প্রশ্নাবলি অবশ্যই শ্রেণী-উপযোগী হতে হবে -- খুব সহজ হলে শিক্ষার্থীরা পাঠে আকর্ষণ বোধ করবে না, আবার খুব কঠিন/জাটিল হলে তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হবে না।

ঙ) মূল প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে অনেক অবান্তর বিষয়ের অবতারণায় অনেকটা সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রশ্ন-সংগঠন ও উপস্থাপনে সূক্ষ্ম চিন্তার প্রয়োগ করতে হবে, নয়তো মূল বিষয়বস্তু থেকে দূরে সরে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

চ) শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সফল বাস্তবায়ন কোনো ক্রমেই সম্ভব নয়।

ছ) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা সমানভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের নিষ্ক্রিয়তা পদ্ধতিটির বাস্তবায়নের অন্তরায়, আবার শিক্ষার্থীর নিষ্ক্রিয়তাও এতে বিরাট বাধার সৃষ্টি করে।

উপরের এগুলো ছাড়া আপনি নিজে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলির ব্যাপারে আর কী-কী উল্লেখ্য যোগ করতে পারেন ?

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৮**

মূল শিখনীয় বিষয়

বক্তৃতা ও প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

বক্তৃতা পদ্ধতি

বক্তৃতা পদ্ধতি সনাতর শিক্ষাদান পদ্ধতির অন্যতম। যদিও প্রাচীন এবং মনে করা হয় বক্তৃতার মধ্য দিয়ে শেখানোর চেয়ে অনেক উন্নততর ও কার্যকর পদ্ধতিই এখন গ্রাহ্য, তবু সামনা-সামনি (face to face) বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা এখনো অপরিহার্য। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতা করেন -- শিক্ষার্থী নীরবে শোনে। পরবর্তী পর্যায়ে, অথবা বক্তৃতার ফাঁকে-ফাঁকেই শিক্ষক প্রশ্ন করে জেনে নিতে চান শিক্ষার্থী কতটা বুঝেছে। শিক্ষার্থী সাধ্যমত জবাব দেবার চেষ্টা করে। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর সম্পূরক প্রশ্নের জবাবেও শিক্ষক বিষয়বস্তুর সার্বিক বা খুঁটিনাটি প্রসঙ্গেও বক্তৃতা প্রদান করেন।

- এই পদ্ধতি শিক্ষক কেন্দ্রিক এবং বাচনধর্মী। সেই সঙ্গে এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের কর্মতৎপরতাই সর্বাধিক।

- স্বল্প সংখ্যক থেকে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই বক্তৃতা পদ্ধতি প্রযোজ্য এবং এতে সাধারণত কোনো রকম যন্ত্রপাতি বা সহায়ক উপকরণের প্রয়োজন পড়ে না।

- ধরেই নেয়া যায় যে, এই পদ্ধতিতে সময় ও অর্থের সাশ্রয় করা যায় এবং এর মাধ্যমে অল্প সময়ে অনেক বিষয়বস্তুর পাঠদান সম্পন্ন করা যেতে পারে।

- মনে করা হয় যে, বক্তৃতা শুনে-শুনে শিক্ষার্থীর বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রবণ-ক্ষমতা ও শ্রুত বিষয়ের তাৎপর্য অনুধাবনের অনুভূতি বৃদ্ধি পায়।

- এতে সুবিধা মত ভাষা, কৌশল ও উপমা ব্যবহার করে শিক্ষণীয় বিষয়কে পূর্ণাঙ্গ রূপে ব্যক্ত করা যায় এবং শিক্ষার্থীরা বেশি প্রশ্ন করার সুযোগ পায় না বলে শিক্ষক বাধাহীন ভাবে নিজের মত করে গুছিয়ে পাঠদান এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

- উন্নয়নশীল দেশে অন্যান্য নানা সীমাবদ্ধতার কারণে বক্তৃতা পদ্ধতির উপর নির্ভর করা এক ধরনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় বিশেষ।

  - আপাতত এই পদ্ধতির কিছু-কিছু সুবিধা থাকলেও কার্যকর পাঠদানের ফললাভে বক্তৃতা পদ্ধতির অসুবিধাগুলো প্রকট হয়ে থাকে।

  - এই পদ্ধতিতে প্রায়শঃই বক্তৃতা শুনে-শুনে শিক্ষার্থীদের ক্লান্তি আসে এবং বক্তৃতা স্বভাবতঃই একঘেয়ে হয়ে পড়ে। বক্তৃতা দীর্ঘ হলে ঘুমও এসে যেতে পারে।

  - শিক্ষার্থী শিশু হলে মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব হয় না। বৈচিত্র্যহীন হলে শিক্ষার্থীর বিরক্তিও উদ্রেক হতে পারে।

- শিক্ষক সার্বিকভাবে এবং উপস্থাপিত বিষয় সাধারণ ভাবে আকর্ষক না হলে বক্তৃতা পদ্ধতির আসল উদ্দেশ্যেই ব্যর্থ হয়।
- বক্তৃতা পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়, শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তির স্ফূরণ হয় না এবং শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ও স্বতঃস্ফূর্ত থাকে না।
- শ্রেণীকক্ষে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার প্রয়োজন থাকলেও পুরো শ্রেণী-কার্যক্রম বক্তৃতা পদ্ধতিতে হলে শিক্ষাদান কার্যক্রম ফলপ্রসূ হয় না, বরং পাঠদানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়।
- শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এবং অংশগ্রহণমূলক আধুনিক পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার অধিক ফলপ্রসূ হলেও সকল কিছুর উপরে আজ অবধি সবচেয়ে সহজ ও সর্বাধিক ব্যবহৃত পদ্ধতিই হলো বক্তৃতা পদ্ধতি।

☼ বক্তৃতা পদ্ধতিকে যথাসম্ভব কার্যকর করার জন্য কিছু কৌশল ব্যবহার করা যায় যার অন্যতম হলো একজন সফল অভিনেতা ও দলের অধ্যক্ষের অনেকগুণ একত্রে কাজে লাগানো। আর আছে মিতভাষণ অথচ মূল বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ উপমা-উদাহরণ ইত্যাদি উপস্থাপন এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি

শ্রেণীকক্ষে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠদানের শিক্ষণীয় বিষয়টি উপস্থাপন করা এবং শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করার সুযোগ সৃষ্টি করে পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা করাকে প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি বলা হয়।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জানা থেকে অজানার দিকে এবং বিষয়বস্তু অনুধাবনে পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও প্রশ্ন করে বিষয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে এই পদ্ধতির ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ই সক্রিয় থাকেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয়ে বোঝা পড়া এবং আদান প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ থাকে।

প্রশ্ন করার কিছু কৌশল শিক্ষককে পূর্বেই নির্ধারণ করতে হয়।

শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবের জন্য বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়।

শুধু প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রেণীকক্ষে সফলতা অর্জন করা যায় না।

কিছু শিক্ষার্থী প্রশ্ন করা থেকে এবং উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকে।

শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশী হলে এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হয় না।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতিতে ছাত্র-শিক্ষক সক্রিয় থাকেন এটা যেমন সত্যি আবার শুধুমাত্র প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি প্রয়োগ করে শ্রেণী পাঠদান পরিপূর্ণ সফল হয় না এটাও সত্যি ।

- শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তা নিবারণ করা, সকলকে একই প্রশ্ন করে প্রত্যেকের বিভিন্ন মেধার যাচাই করা, দামী উপকরণ ছাড়াই সাবলীলতার সঙ্গে শ্রেণীকক্ষে প্রাণের সঞ্চার প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিতেই সম্ভব।

- এতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ভূমিকা সমান হলেও উভয়েরই মানসিক প্রস্তুতি অত্যাবশ্যক। এজন্যই এটি শিক্ষক-শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি। তাই, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি সঙ্গত কারণেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর বুদ্ধিমত্তাকে তীক্ষ্ম করে।

- এতে অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই, তাই এরূপ সমস্যাও নেই। তবে, প্রয়োজনে এবং সম্ভব হলে শ্রবণ-দর্শনমূলক উপকরণ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এর মান আরো উন্নত করা যায়।

- শিক্ষার্থীর সংখ্যা সাধারণত ৫০-এর বেশি না হলে এই পদ্ধতির বাস্তবায়নে সমস্যার সৃষ্টি হয় না।

  - এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো : ধারাবাহিকতা রক্ষা করে প্রশ্নাবলি রচিত ও উপস্থাপিত না হলে এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ব্যহত হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষক এবং/অথবা শিক্ষার্থীর নিষ্ক্রিয়তা বিরাট বাধার সৃষ্টি করে। অবান্তর বিষয় ও প্রশ্নের অবতারণায় বেশ সময় নষ্ট হতে পারে, আবার প্রশ্ন-সংগঠন ও উপস্থাপনে সূক্ষ্ম চিন্তার প্রয়োগ না হলে মূল বিষয় থেকে দূরে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সর্বোপরি শিক্ষকের পূর্ব-প্রস্তুতি ও চর্চা-উৎকর্ষ না থাকলে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সাফল্য লাভ অসম্ভব।

☼ এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক যথেষ্ট জ্ঞান এবং পড়া লেখা থাকা প্রয়োজন। প্রশ্ন করার বিভিন্ন কৌশল জানা থাকতে হয়। শুধু প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রমে শ্রেণী পাঠদান তাৎক্ষণিকভাবে সফল হয়, কিন্তু শিখন ফল স্থায়ী হয় না এবং ক্ষীণ মেধার শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে থাকে। দলগত বা অংশগ্রহণমূলক কাজ করানো হয় না বলে মেধা ব্যবহারের (মাথা খাটানো) সুযোগ কম থাকে। শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশী হলে সকল শিক্ষার্থীকে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব হয় না। সময় স্বল্পতার কারণে এই পদ্ধতিতে পাঠদান অনেক সময়ই শেষ হয় না।

মূল্যায়নঃ

রচনামূলক-উত্তর প্রশ্ন :

১. বক্তৃতা পদ্ধতির প্রধান করণীয় কী প্রকার ? একে সনাতন পদ্ধতি বলা হচ্ছে কেন ?

২. এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা কী ? কেন বক্তৃতা পদ্ধতি সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় ?

৩. বক্তৃতা পদ্ধতির আসল অসুবিধা কোথায় ? এর সীমাবদ্ধতার জন্য শিক্ষাদান ব্যবস্থায় কীরূপ প্রতিফলন ঘটতে পারে ?

৪. প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির সঙ্গে বক্তৃতা পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য কোথায় ?

৫. কোন পদ্ধতিটি কেন এবং কতটুকু গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারযোগ্য ?

সম্ভাব্য উত্তর :

পর্ব-১ :

বক্তৃতা পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য আরো কিছু বৈশিষ্ট্য -

ক) বক্তৃতা পদ্ধতি সব সময় শিক্ষক-নির্ভর পাঠদান প্রক্রিয়া;

খ) এতে কোনো রকম যন্ত্রপাতির প্রয়োজন পড়ে না;

গ) এর মাধ্যমে অল্প সময়ে অনেক বিষয়বস্তুর পাঠদান শেষ করা যায়।

পর্ব-২ :

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য আরো কিছু বৈশিষ্ট্য -

ঘ) প্রশ্ন করে শিক্ষক জেনে নেন শিক্ষার্থীরা কী চিন্তা করছে;

ঙ) পুরো বাক্যে প্রশ্নোত্তর আদায় করতে হয়:

চ) প্রতিটি প্রশ্নই মূল বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার লক্ষেই রচিত হয়;

ছ) পাঠদানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জিত হতে হলে শিক্ষককে প্রশ্নোত্তর পরিচালনায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ হতে হয়।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৯**

আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি

শ্রেণীকক্ষে ব্যবহৃত আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলোর অন্যতম। শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ের সক্রিয় অংশগ্রহণে এ দুই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকর হয় বলে মনে করা যায়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কোনো তাত্ত্বিক বিষয়কে ব্যবহারিক পরীক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন সম্ভব। পরিকল্পনা মাফিক প্রয়োগ করতে পারলে এই দুই পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই উপকৃত হন। তবে শিক্ষকের মানসিক প্রস্তুতি তথা পূর্ব-প্রস্তুতি দুই ক্ষেত্রেই অত্যাবশ্যক।

উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে আপনি-

- আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবে এবং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবে।
- প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করার পাশাপাশি এর ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো জেনে নিতে পারবে।
- উভয় পদ্ধতি ব্যবহারে শিক্ষক কী ভাবে নিজে কাজে লাগাবেন তার কর্মপন্থা স্থির করতে পারবে।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ ঃ আলোচনা পদ্ধতি (Discussion Method)

যে পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে পারস্পরিক সহযোগিতায় কোনো বিশেষ সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে আলাপ করেন তাকেই বলা হয়েছে আলোচনা পদ্ধতি। বাস্তবতার খাতিরে এই পদ্ধতি অপেক্ষাকৃত উঁচু ক্লাশের ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য।

আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীরাই বই-পুস্তক সংগ্রহ করে এবং পাঠ্যবিষয়-সংশ্লিষ্ট সহায়ক গ্রন্থাবলির তালিকা সরবরাহ করতে পারে। পদ্ধতির কলা-কৌশল বিষয়ে শিক্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিতে পারেন এবং এই পদ্ধতির সুবিধা অসুবিধাগুলো প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে তিনি উপস্থাপন করে নিতে পারেন।

পাঠ্য বিষয়টি দীর্ঘ হলে শিক্ষক সেটিকে কয়েকটি অংশে ভাগ করে দিতে পারেন। শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনায় অংশ নেয়। আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত দানের সুযোগ ঘটে এবং নিজের চেষ্টায় জ্ঞান অর্জন করার ফলে তা স্থায়ী হয়।

আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

১. আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষক শিক্ষাদানের বিষয়বস্তু সহজবোধ্য করার জন্য শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনায় বসেন।

২. ব্যক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষণে আলোচনা পদ্ধতির বিশেষ কোনো গুরুত্ব নেই, কেননা আলোচনাই এখানে এক ধরনের দলগত পদ্ধতি। তাই আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান করতে হলে প্রথমত শিক্ষককে এক বা একাধিক দল গঠন করতে হবে। শিক্ষকের বিশেষ ভাবে খেয়াল রাখতে হবে যেন গঠিত-দল সমগুণসম্পন্ন হয়। দল সম্পূর্ণ-শ্রেণী দ্বারা গঠিত হতে পারে বা শ্রেণীর অংশ-বিশেষ দ্বারাও হতে পারে। আলোচনার সময় শিক্ষক সম্পূর্ণ শ্রেণীকে একত্রে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে পারেন অথবা ছোট-ছোট দলে ভাগ-করা শ্রেণীকেও সুযোগ দিতে পারেন।

৩. আলোচনার বিষয়বস্তু পাঠ্য বিষয়ের অংশভিত্তিক হতে পারে অথবা সমস্যামূলক হতে পারে। তবে, বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় শিক্ষককে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে শিক্ষার্থীদের বা বিশেষ দলের প্রস্তুতির দিকে; এই বিবেচনা থেকেই তিনি সব সময় বিষয়বস্তু নির্বাচন করবেন।

৪. বলাই বাহুল্য যে, আলোচনার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই পূর্ব-প্রস্তুতি প্রয়োজন। আলোচিতব্য বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কোনো ধারণা না থাকলে স্বভাবতঃই তারা আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। শিক্ষকও ঐ বিষয়ে অবগত না থাকলে তাঁর পক্ষেও আলোচনা সঠিক পথে পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

৫. আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে : প্রত্যেক আলোচনায় একজন নেতা থাকবেন এবং আলোচনায় সামগ্রিক নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন শিক্ষক নিজে (Burney and Hance কথিত)। কিন্তু শিক্ষক সব সময় নিজের মতামত শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না, বরং আলোচনা শিক্ষকের দ্বারা যতটা কম প্রভাবিত হবে শিক্ষণ ততই বেশি কার্যকর হবে। শিক্ষক আলোচনার শুরুটা করে শুধু সূত্রটা ধরিয়ে দেবেন, কিন্তু তারপর শিক্ষার্থীরা পরস্পর মত বিনিময় করে আলোচনা চালিয়ে যাবে। শুধুমাত্র যদি আলোচনা দিকভ্রষ্ট হতে চায় তখন শিক্ষক শুধরে দেবেন। এই সাথে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন এবং মাঝে মাঝে উপযুক্ত প্রশ্নের অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের আলোচনার গতি নির্ধারণ করবেন। অর্থাৎ, আলোচনায় শিক্ষকের নেতৃত্ব সব সময় পরোক্ষ ভাবে থাকবে।

৬. আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করার সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থী যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সে দিকেও নজর রাখতে হবে। যে শিক্ষার্থী আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে না, তার সামনে কিছু সমস্যা তুলে ধরে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। [শ্রেণী পরিচালনায় এ দিকটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।]

৭. বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বিবেচনা করে শিক্ষক সময়সীমা নির্ধারণ করে দেবেন। তা না হলে অনিয়ন্ত্রিত আলোচনা পাঠের অগ্রগতিকে হ্রাস করবে।

৮. আলোচনা পদ্ধতি স্বাধীন মতামত বিনিময় করার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রভূত সুযোগ দান করে থাকে এবং মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে পাঠদানের জন্য নির্ধারিত বিষয়ে শিক্ষক অনেক নতুন তথ্য যোগ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু আলোচনা কালে শিক্ষককে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় যেন আলোচ্য বিষয়বস্তু তার অখন্ডতা না হারায়।

আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা/উপযোগিতা :

আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার অনুকূল কিছু সুবিধা পাওয়া যায় বলে শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে আলোচনাকে বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আলোচনা পদ্ধতির সুবিধাগুলো নিম্নরূপ :

১. এই পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হলো এখানে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে শিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। তারা নিজেরাই বিষয়বস্তুর আলোচনায় এগিয়ে যায়; ফলে শিক্ষণ অনেকাংশে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

২. এরূপ শিক্ষণ পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে শিক্ষর্থীদের ভেতরে এক বিশেষ ধরনের সামাজিক বন্ধুত্ব সুলভ পরিবেশ তৈরি হয়। এই ভাবে সৃষ্ট পরিবেশ একদিকে যেমন বিষয় কেন্দ্রিক শিখনে সহায়তা করে অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের নানা রকমের সামাজিক গুণ বিকাশে সহায়তা করে।

৩. আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায়, তাদের ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে, আত্মনির্ভরতা সৃষ্টি হয়, তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে, তাদের চিন্তন ক্ষমতারও বিকাশ ঘটে।

৪. শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পায় বলে তাদের শিখনও পরিপূর্ণতা পায়। তারা তাদের নিজেদের অসুবিধা দূর করতে পারে। আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষণ এবং সংশোধনমূলক কাজ একই সাথে সম্পাদিত হয়।

৫. আলোচনা পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনার সময় শিক্ষার্থী-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং শিক্ষার্থী-শিক্ষক সম্পর্ক আদর্শস্থানীয় হয়। সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় বলে শিক্ষার্থীরা নিঃসংকোচে পাঠ গ্রহণ করতে পারে। তারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের অসুবিধার কথা ব্যক্ত করতে পারে বলে বিষয়কেন্দ্রিক জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

৬. প্রত্যেক আলোচনা কৌশলের নির্ধারিত কিছু নিয়ম থাকে। আলোচনার সময় শিক্ষার্থীরা সে নিয়মগুলো মেনে চলে। ফলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিক্ষককে অতিরিক্ত কোনো কৌশল প্রয়োগ করতে হয় না। এখানে শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে।

৭. আলোচনা সঠিকভাবে পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীদের স্থায়ীভাবে চারিত্রিক পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়। তাদের বিভিন্ন ঘটনার প্রতি স্থায়ী মনোভাব গঠন করতে এবং জীবনাদর্শ গড়ে তুলতে এই আলোচনা পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়তা করে।

আলোচনা পদ্ধতি অসুবিধা/সমস্যা

আলোচনা পদ্ধতির বেশ কিছু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এটির পরিচালনায় কতগুলো অসুবিধাও আছে। পদ্ধতির প্রয়োগে এই সব অসুবিধা পূর্ব-ধারণা হিসেবে অবশ্যই শিক্ষকের থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে -

১. আলোচনা পদ্ধতির পাঠ পরিচালনার জন্য প্রথমেই দরকার সুপরিকল্পনার, যা সকল শিক্ষকের পক্ষে তৈরি করা সম্ভব হয় না। আর সেটি না হলে সম্পূর্ণ আলোচনাই ব্যর্থ হতে পারে। অপরিকল্পিত আলোচনায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনভিপ্রেত অভ্যাস গড়ে ওঠার ঝুঁকি থাকে।

২. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের আলোচনা যেমন গতি নেবে, সে অনুযায়ী তাঁকে প্রতিক্রিয়া করতে হবে। তাই এখানে শিক্ষকের বিস্তৃত ক্ষেত্রে প্রস্তুতি থাকা জরুরি, কেননা তাঁর পক্ষে পূর্ব-নির্ধারিত পদ্ধতিতে সব সময় পাঠ পরিচালনা করা সম্ভব নয়। বরং শিক্ষার্থীদের যে কোনো ধরনের সমস্যা বা প্রশ্নের সমাধান করার মত তাঁর তরিৎ ও তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। আলোচনা সঠিক সরণীতে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ-দক্ষতা প্রশিক্ষণ সাপেক্ষ; সবার তা থাকে না বা সবাই তা রপ্তও করতে পারেন না।

৩. আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভিক (ভাবগত ভাবে) প্রতিক্রিয়াকে সব সময় নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মনোভাব গড়ে উঠতে পারে। কোনো বিশেষ মতবাদের সাথে তারা তাদের প্রক্ষোভিক অনুভূতিকে মিশিয়ে ফেলে। তার বিরুদ্ধাচরণ করলে তারা ক্ষুন্ন হয়। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযোগ্য প্রেষণা গড়ে উঠতে পারে না। এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ সহজ নয়।

৪. এই ধরনের দলগত আলোচনা পদ্ধতির প্রভাবে অনেক সময় শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবাঞ্ছিত প্রতিযোগিতার মনোভাব দেখা দেয়, পরস্পরে ঈর্ষার ভাব জাগ্রত হয়। এরকম অবস্থায় এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের শ্রেণী পাঠদান ও সার্বিক শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণসহ সমমনোভাব সম্পন্ন পরিবেশ বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।

৫. আলোচনা পদ্ধতিতে দল গঠনের সময় সাধারণত শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত ভাল শিক্ষার্থীদের নির্বাচন করা হয়। এর ফলে শ্রেণীর অন্যান্যদের মধ্যে হীনমন্যতার ভাব জাগতে পারে। আলোচনার সময় শিক্ষক স্বাভাবিক ভাবে ভালদের মতামতের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, কারণ তারাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক মতবাদ/মতামত/জবাব দিয়ে থাকে। এই ধরনের অবস্থা সব সময় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

উপরের এগুলো ছাড়া আপনি নিজে আলোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলির ব্যাপারে আর কী-কী উল্লেখ্য যোগ করতে পারেন ?

পর্ব-২ : প্রদর্শন পদ্ধতি (Demonstration Method)

সনাতন পদ্ধতি হিসেবে প্রদর্শন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, তবে এরও রয়েছে সুবিধা-অসুবিধা যা প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষককে জানতে হয় ও নির্ধারণ করতে হয়। পরিকল্পনা মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বা উপকরণ ব্যবহার করে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বা ব্যবহারিক ভাবে কোনো ঘটনা অথবা বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করার পদ্ধতি এটি। প্রদর্শন পদ্ধতি এমন প্রক্রিয়া-সংশ্লিষ্ট যেখানে কোনো কিছু প্রদর্শন, বর্ণনাকরণ এবং অনুশীলনের সুযোগ বিদ্যমান।

প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

১. প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ বা যন্ত্রপাতি সজ্জিত করিয়ে সহজভাবে পাঠদানের বিষয়টিকে হাতে-কলমে করে দেখানো এবং পরীক্ষার সময় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অংশসমূহ শিক্ষার্থীর নিকট ব্যাখ্যা করা, ইত্যাদি এই পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

২. প্রদর্শন পদ্ধতি যদিও শিক্ষককেন্দ্রিক তথা সনাতন পাঠদান পদ্ধতির অন্তর্গত একটি পদ্ধতি হিসেবেই গণ্য হয়ে এসেছে তবু, এই পদ্ধতিতে শিক্ষকই উপস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করাতে সচেষ্ট থাকেন।

৩. প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় শ্রোতা ও দর্শক (বক্তৃতা পদ্ধতির মতই) হিসেবে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকলেও পাঠ্যবিষয় অনুধাবন করতে অপেক্ষাকৃত বেশি তৎপর হয়।

৪. এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে জ্ঞান আহরণ করে তা বাস্তব।

প্রদর্শন পদ্ধতির সুবিধা/উপযোগিতা

সনাতন পদ্ধতির অন্তর্গত হওয়া সত্ত্বেও এটি নিম্নলিখিত সুবিধাদি ও উপযোগিতার জন্য শিক্ষাদান ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় -

ক) প্রদর্শন পদ্ধতি একটি সক্রিয় পদ্ধতি বিশেষ -- যদিও এই সক্রিয়তা শিক্ষকের বেলায় যতটা শিক্ষার্থীর বেলায় ততটা প্রযোজ্য নয়।

খ) শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতির মাধ্যমে কিছুটা হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পায়; কেননা এই পদ্ধতিতে মৌখিক বিবৃতির পাশাপাশি উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয় জীবন্ত করে শিশুর সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। তাই, এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান আহরণ করে তা বাস্তব বটে।

গ) যে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব সেখানে এই প্রদর্শন পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়া যায়।

ঘ) প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সক্রিয় রেখে পাঠ্য/অধিতব্য বিষয় অনুধাবনে সচেষ্ট হতে হয়। কারণ এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের বিবৃতি শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে শোনার প্রয়োজন হয়, দর্শন ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে প্রদর্শিত উপকরণ দেখাতে হয় এবং শিক্ষকের বিবৃতি ও রূপকের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য তাদের মনকেও রাখতে হয় সচেতন ও সক্রিয়।

ঙ) শিক্ষার্থীদের আরো সক্রিয় করার জন্য শিক্ষক প্রাসঙ্গিক কাজে তাদের সহায়তা নিতে পারেন। যেমন- যন্ত্রপাতি সাজাতে, ধরতে, উপকরণ এগিয়ে দিতে প্রয়োজনমত তিনি নিজের তদারকিতে ভাল ও বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীদের দ্বারা ছোট-খাট ও সহজ প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করতে পারেন। তাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণ ও কিছু করার একটা আত্মতৃপ্তি আসে এবং তারা শিখনে উৎসাহিত হয়।

চ) সবচেয়ে বড় ভাল দিক এই যে, প্রদর্শন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষার বিষয়বস্তুর একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত করে। শিক্ষার্থী শিক্ষার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণের সময় শিক্ষকের বিবৃতি ও প্রদর্শিত উপকরণের মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখতে পায়, তাই তার মনে সে একটা স্থায়ী অভিজ্ঞতার জন্ম দিতে সক্ষম হয়।

ছ) সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি।

জ) সবার অংশগ্রহণ ও অনুশীলনের সুযোগ প্রদর্শন পদ্ধতিতে থাকে।

প্রদর্শন পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

উপরিউল্লিখিত এতসব গুণাবলি সত্ত্বেও প্রদর্শন পদ্ধতি দোষ-ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে পারে নি।

১. সনাতন পদ্ধতি বা শিক্ষক-কেন্দ্রিক পদ্ধতির ত্রুটি এখানে থেকেই যায়, কেননা এখানে শিক্ষকের সক্রিয়তা অধিক।
২. যদি শিক্ষা-উপকরণ অপ্রতুল হয় তবে এই পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না।
৩. উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যেক শ্রেণীতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী থাকে বলে প্রদর্শন পদ্ধতিতে পাঠদান সমস্যা হয়ে ওঠে। শিক্ষকের একাধারে মৌখিক বিবৃতি, উপকরণ ব্যবহার এবং শ্রেণী শৃঙ্খলার প্রতি সজাগ দৃষ্টি -- এই তিন দায়িত্ব পালন করা সুকঠিন হয়ে ওঠে।
৪. শিক্ষার্থীর নিজ হাতে কাজ করার সুযোগ এখানে নেই, তাই প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা তেমন ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।
৫. এখানে শিক্ষকের যথেষ্ট দক্ষতা ও প্রস্তুতির প্রয়োজন, যার সুযোগ সব সময় তাঁর থাকে না।
৬. প্রশ্নোত্তর, আলোচনা ও পরীক্ষা কাজে সহায়তা দানে শুধু মেধাবী শিক্ষার্থীরাই এগিয়ে আসে, ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উপরের এগুলো ছাড়া আপনি নিজে প্রদর্শণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলির ব্যাপারে আর কী-কী উল্লেখ্য যোগ করতে পারেন?

ইউনিট-২ **অধিবেশন-৯**

মূল শিখনীয় বিষয়

আলোচনা পদ্ধতি ও প্রদর্শন পদ্ধতি

আধুনিক পদ্ধতিগুলোর অন্যতম দুটি পদ্ধতি আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতি -- একে অপরের সম্পূরক বিশেষ। পরিকল্পনা মাফিক প্রয়োগ করতে পারলে এই উভয় পদ্ধতিতেই শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উপকৃত হতে পারেন। আলোচনা ও প্রদর্শন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে তাই বিশেষ কৌশল সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রশিক্ষণার্থী ও কার্যরত শিক্ষকের জন্য অত্যাবশ্যক। দেখা যাবে, শিক্ষকের মানসিক-প্রস্তুতি/পূর্ব-প্রস্তুতি দুই ক্ষেত্রেই প্রকৃত সহায়ক।

আলোচনা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতায় কোনো বিশেষ সমস্যা বা বিষয় সম্পর্কে শিক্ষক আলাপ করেন। পদ্ধতিটি এরকম যে, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বিষয়টি আলোচনা করে দিয়ে সেখান থেকে ছোট-ছোট প্রশ্ন করেন এবং এমনি ভাবেই, শিক্ষার্থীরাও অংশ গ্রহণ করে।

পদ্ধতির কলা-কৌশল বিষয়ে শিক্ষক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায়, প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে তা উপস্থাপন করে নিতে পারেন।

শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সহযোগিতায় আলোচ্য বিষয়ের সমাধান খুঁজে বের করা হয়। কখনো-কখনো শিক্ষার্থীরা একই-উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে পরস্পর আলোচনা ও ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

শিক্ষার্থীরা কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে আলোচনায় অংশ নেয়। তবে খেয়াল রাখতে হয় যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে।

- আলোচনা পদ্ধতির প্রধান সুবিধা হলো যে, এটা মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তির স্ফূরণ হয়, শিক্ষণ অনেকাংশে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।
- এতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত দানের সুযোগ ঘটে এবং নিজের চেষ্টায় যেহেতু জ্ঞানার্জন করা, সেহেতু তা স্থায়ী হয়।
- সামাজিক বন্ধুত্বসুলভ পরিবেশ সৃষ্টির ফলে সামাজিক গুণ বিকাশে সহায়তা ঘটে।

- আলেচনার সময় নিজেদের কৌশল হিসেবে শিক্ষার্থীদের কিছু নিয়ম গড়ে ওঠে, এবং তা অনুসরণের ফলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য শিক্ষককে অতিরিক্ত কিছু করতে হয় না, শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা আপনা থেকেই রক্ষিত হয়।

- আলোচনা পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হলো : নিম্ন মেধার শিক্ষার্থীর জন্য এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ নয়, উচ্চ মেধার জন্য এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।
- শিক্ষণীয় সব বিষয়ই এই পদ্ধতিতে প্রয়োগ সম্ভব নয়। হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ এতে কম।
- সংখ্যাধিক শিক্ষার্থীর বেলায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীদের ফাঁকি দেয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- শ্রেণীকক্ষে বরাদ্দকৃত সীমিত সময় এই পদ্ধতির জন্য যথেষ্ট নয়।
- আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রক্ষোভিক অনুভূতিকে মিশিয়ে ফেলে; তার বিরুদ্ধাচরণ করলে তারা ক্ষুব্ধ হয়, শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রেষণা গড়ে উঠতে পারে না -- এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ নয়।
- দলের মধ্যে ব্যক্তিগত ঈর্ষা, অহম সত্তার প্রভাব অথবা হীনমন্যতা বা উচ্চমন্যতার ফলে মূল শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে।

প্রদর্শন পদ্ধতি

প্রদর্শন পদ্ধতির মূল কথা বিষয়বস্তু সর্ম্পকিত উপস্থাপন ও প্রদর্শনের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা। এতে শিক্ষকই উপস্থাপকের ভূমিকায় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করাতে সচেষ্ট থাকেন।

উপকরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয় বলে বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই স্পষ্ট ও সঠিক ধারণা লাভ করতে পারে। অনেক বিষয়েই বিষয়বস্তু প্রদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করা যায় (সক্রিয় পদ্ধতি, বিশেষ করে শিক্ষার্থীর বেলায়)।

এই পদ্ধতিতে পাঠদান করতে হলে শিক্ষককে ভালভাবে পাঠপূর্ব প্রস্তুতি নিতে হয়। পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করতে হয়। পাঠ উপস্থাপন করার সময় প্রাসঙ্গিক ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদর্শন করতে হয়।

প্রদর্শিত উপকরণ সঠিক ও প্রাসঙ্গিক না হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। এই পদ্ধতির যথার্থ ব্যবহারের জন্য শিক্ষকের প্রচুর শ্রম পরিকল্পনা ও পাঠের পূর্ব প্রস্তুতি প্রয়োজন।

- প্রদর্শন পদ্ধতির প্রথম সুবিধা এই যে, বাস্তব ধারণা লাভের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।
- অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষোপকরণ ব্যবহার করে অনেক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়া যায়।
- শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পায়।
- সাধারণ শিক্ষার্থীদের জন্য প্রদর্শন পদ্ধতি একটি কার্যকর পদ্ধতি।
- সবার অংশগ্রহণ ও অনুশীলনের সুযোগ প্রদর্শন পদ্ধতিতে থাকে।
- প্রদর্শন পদ্ধতির সবচেয়ে ভাল দিক হলো : শিক্ষার্থীর মনে এর দ্বারা শিক্ষার বিষয়বস্তুর একটা স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

  - প্রদর্শন পদ্ধতিতে নিজ হাতে কাজ করা যায় না বলে শিক্ষার্থীরা তেমন ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না।
  - উপকরণসমূহ সঠিক ও প্রাসঙ্গিক না হলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে।
  - শিক্ষার্থীর সংখ্যা অধিক হলে সকলকে প্রদর্শন করানো এবং সময় স্বল্পতার জন্য পাঠ সমাপ্ত করা কঠিন হয়।
  - এই পদ্ধতি কার্যকর করতে গেলে, শিক্ষকের পক্ষে একাধারে তিন রকম দায়িত্ব পালন করা সুকঠিন হয়ে ওঠে।

মূল্যায়নঃ

১. আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের অনুসৃতব্য কলাকৌশল সংক্ষেপে তালিকাকৃত করুন।

২. আলেচনা পদ্ধতির প্রধান প্রধান সুবিধা-অসুবিধাসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করুন।

৩. শিক্ষার্থীকে আলোচনা পদ্ধতিতে উৎসাহব্যঞ্জকভাবে সম্পৃক্ত করার জন্য কী কী করা যেতে পারে ?

৪. প্রদর্শন পদ্ধতি কোথায় সফল এবং কোথায় নয় ?

৫. প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষককে কোন দিকটায় সবচেয়ে বেশি যত্নবান হতে হয় ?

৬. এই অধিবেশনে উপস্থাপিত কোন পদ্ধতিটি আপনার কাছে সব দিক থেকে উপযোগী মনে হয়? কেন?

সম্ভাব্য উত্তর

পর্ব-১

১. আলোচনা পদ্ধতিতে বক্তৃতা শোনার একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

২. শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ঘটে বলে তার নিজের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়।

৩. আলোচনা ও ভাব বিনিময়ের কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রণোদন ঘটে।

৪. ৩৫/৪০ মিনিট সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিতে শ্রেণীর কাজ শেষ হয় না।

পর্ব-২

১. বাস্তব, অর্ধবাস্তব, বস্তু, মডেল, ছবি, চার্ট, ডায়াগ্রাম, মানচিত্র, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদর্শন পদ্ধতি কার্যকর হয়।

২. প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষককে সদা অভিনিবেশিত থাকতে হবে, এবং শিক্ষার্থীকে প্রতিটি প্রদর্শন, তথ্য ও যুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করিয়ে তদনুযায়ী সাড়া পেতে হবে।

৩. পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত প্রদর্শন উপকরণ না পাওয়া গেলে শিক্ষক বিকল্প ব্যবস্থা চিন্তা করতে পারেন, যেমন - রূপকের আশ্রয় নেয়া বা নিছক ধারণামূলক প্রসঙ্গ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা।

৪. প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে হলে বিদ্যালয়ের আদর্শ পরিস্থিতি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকা প্রয়োজন।

৫. এতে সময়ও একটা বিবেচ্য বিষয়।

ইউনিট-২ **অধিবেশন -১০**

আরোহী ও অবরোহী এবং গাঠনিক পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

এই তিন পদ্ধতির বিভিন্নতা থাকলেও সনাতন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এগুলো অন্যতম। বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগের দিক বিবেচনা করলে শিক্ষকের জন্য এই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে। কার্যকারিতা যেমনই হোক প্রয়োজন বোধে শিক্ষকের আংশিক বা পূর্ণাঙ্গভাবে এই এক বা একাধিক পদ্ধতির যুগপৎ ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে। শেষেরটির ব্যবহার যদিও প্রায়-পরিত্যাক্ত, কিন্তু বাকি দুটোর ব্যবহার ও কার্যকারিতার পক্ষে যুক্তি আছে।

এই ইউনিটে আপনি সে সম্পর্কে একটা সংহত প্রসম্ভার পেতে পারেন।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- আরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবে এবং এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভে সমর্থ হবে।
- অবরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করার পাশাপাশি এর সঙ্গে আরোহী পদ্ধতির পার্থক্য অনুধাবন করতে পারবে এবং এই পদ্ধতির ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে, সেই সাথে এর সুবিধা ও অসুবিধাগুলো জেনে নিতে পারবে।
- গাঠনিক পদ্ধতি কেন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য হয়ে এসেছে সে সম্পর্কে জানতে পারবে।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method)

উদাহরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্র বা সংজ্ঞা গঠন করতে হয় আরোহী পদ্ধতিতে। জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূত, সহজ থেকে কঠিন, বিশেষ থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া, উদাহরণ থেকে সূত্র গঠন করাকে আরোহ পদ্ধতি বলা হয়। বাংলা ব্যাকরণ পাঠদানে এই পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ। এই কারণে, এই পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলা শিক্ষককে বিশেষ ভাবে অবগত হওয়ার পরামর্শ দেয়া যায়।

কতগুলো উদাহরণ ভালো ভাবে পরীক্ষা করে সেগুলো থেকে যদি যুক্তির সাহয্যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় বা সূত্র গঠন করা যায় তবেই আরোহী পদ্ধতি কার্যকর হয় -- কেনানা এই পদ্ধতির মূল কথাই তো 'উদাহরণ থেকে সূত্র'। শিক্ষার্থীর সামনে কতগুলো উদাহরণ তুলে ধরলে তারা সেগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তি-বিন্যাস ক্ষমতা দ্বারা স্বাভাবিক পথে সূত্র বা সিদ্ধান্তে পৌঁছবে।

যেমন- সূত্র মুখস্থ না করে ''পদ" শেখানোর জন্য শিক্ষক পাঁচটি ভিন্ন ধরনের ফুল দিয়ে তৈরি একটি তোড়া শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শন করতে পারেন উদাহরণ স্বরূপ। একটি করে ফুল তোড়া থেকে খুলে নাম বলতে পারেন। গোলাপ গাঁদা, চামেলী, গন্ধরাজ, লিলি ইত্যাদি প্রতিটি এক-একটি ভিন্ন ফুল। বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দকে তেমনি বলা যায় এক-একটি পদ অথবা বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি শব্দকে পদ বলে। এভাবে সূত্র গঠন করা যায়।

আরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

১. এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন নিষ্ক্রিয় শ্রোতা হয়ে বসে থাকে না, অন্যদিকে তেমনি বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে একটা নতুন তত্ত্ব ও তথ্য উদঘাটনের আনন্দ লাভ করে।

২. কোনো সর্বজনীন সত্য বা সাধারণ সূত্র নির্ণয়ের জন্য কতকগুলো বিশেষ দৃষ্টান্তের সহায়তায় তার সত্যতা যাচাই করা হয়।

৩. আরোহী পদ্ধতির অনুমান পরীক্ষা প্রসূত।

৪. আরোহী পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সাধারণ সিদ্ধান্তকে সব সময় চূড়ান্ত বলে ধরে নেয়া যায় না। তবে সেগুলো সঠিক হবার সম্ভাবনা বেশি।

৫. আরোহী পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কার্যকর গাণিতিক ক্ষেত্রে, কেননা গণিতের প্রাথমিক রূপই হলো আরোহী।

৬. এটি মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি।

আরোহী পদ্ধতির সুবিধা

ক) আরোহী পদ্ধতিতে যেহেতু উদাহরণ থেকে সূত্রে, সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানায়, বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায় সেহেতু সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা সহজ হয়।

খ) শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা সঙ্গে এবং বাস্তব ঘটনার সঙ্গে আরোহী পদ্ধতি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ) আরোহী পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ, চিন্তন ও পরীক্ষণের ওপর প্রতিষ্টিত।

ঘ) শিক্ষার্থীরা নিজ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে আবিষ্কার করতে হয় তা শেখে এবং কিছুটা আবিষ্কারের আনন্দও তারা লাভ করে।

ঙ) ছোট ছোট অভিজ্ঞতা থেকে সূত্র নির্মাণ করা গণিতের যে একটি প্রধান কাজ, তা এই পদ্ধতি থেকে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও সহজে কাজে লাগানো যায়।

চ) আরোহী পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেয় -- না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা, নিরানন্দ পঠন ও বাড়ির কাজের চাপ থেকে।

ছ) শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার এবং অনুসন্ধান করার সুযোগ সৃষ্টি করে আরোহী পদ্ধতি।

জ) শিক্ষার্থীরা আরোহী পদ্ধতিতে সক্রিয় থাকে।

ঝ) আরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা নিজের বুদ্ধি, চিন্তা ও বিচার শক্তির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

আরোহী পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

ক) আরোহী পদ্ধতিটির দ্বারা সূত্র গঠন করলেই বিষয়টির পাঠ শেষ হয়ে যায় না। সূত্র প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করলেই শিক্ষার্থীর মনে বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা দৃঢ় হয়।

খ) গণিতের ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগের কথা বলা হলেও এর ব্যবহার সীমিত; বাংলার ক্ষেত্রে বরং অবরোহ পদ্ধতি অনেকাংশে প্রাধান্য পেতে পারে।

গ) উচ্চ শ্রেণীতে আরোহী পদ্ধতি কম কার্যকর অথবা কার্যকরই নয়। এখানে অপ্রয়োজনীয় অংশ বা পুনরাবৃত্তির জন্য একঘেয়েমী ও ক্লান্তি আসা অসম্ভব নয়।

ঘ) বড় কথা, সাধারণভাবে আরোহী পদ্ধতি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ।

ঙ) আরোহী পদ্ধতি দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য সমস্যা সমাধানে বিশেষ সহায়ক হয় না।

উপরের এগুলো ছাড়া আপনি আরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলির ব্যাপারে আর কী-কী উল্লেখ্য যোগ করতে পারেন ?

পর্ব-২ : অবরোহী পদ্ধতি (Deductive Method)

অবরোহী পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। কোনো সূত্রের প্রয়োগ করে যে সত্য পাওয়া যায় তা নির্ধারণ করাই অবরোহী পদ্ধতির মূল কথা। তাই এই পদ্ধতিতে একটি সাধারণ তথ্যকে স্বীকার করে নিয়ে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সত্যতা প্রমাণ করা হয়। আর বিমূর্ত সিদ্ধান্ত থেকে মূর্ত তথ্যে উপনীত হওয়া যায় বলে এটি অবরোহী পদ্ধতি নামে খ্যাত। যেমন- মানুষ মাত্রই মরণশীল। রহিম একজন মানুষ। তাই রহিম মরণশীল। এরকম বলার ক্ষেত্রে আগেই সূত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে, তারপর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করে তার নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে।

এই পদ্ধতিতে 'সূত্র থেকে উদাহরণে' যাওয়া যায় বলে ব্যাকরণের কোনো সূত্রকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরলে তারা তা আয়ত্ত করে; তারপর সেটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রয়োগ করে তার নির্ভুলতা নির্ণয় করতে পারে। সূত্র: অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয় মিলে আ-কার হয়, আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। সূত্রের প্রয়োগ : নীল্(অ) + আকাশ // অ+আ=আ// নীলাকাশ।

এই ভাবে, মূলত কোনো বিবৃতি থেকে সেটির মূলবক্তব্যে পৌঁছার জন্য গৃহীত প্রক্রিয়াকে অবরোহী পদ্ধতি নামে গণ্য করা হয়েছে।

অবরোহী পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

ক) অবরোহী পদ্ধতি ঠিক আরোহী পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি।

খ) এই পদ্ধতির সিদ্ধান্তগুলো ব্যাকরণশাস্ত্র সম্মত।

গ) অবরোহী পদ্ধতিতে সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

ঘ) অবরোহী পদ্ধতির সত্যগুলো আরোহী পদ্ধতিতে নিরূপিত হয়।

ঙ) এই পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকগুলো উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করতে হয়।

চ) ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার ও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির দিক থেকে অবরোহী পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, ভাষার ক্ষেত্রে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ ছাড়া নিছক ব্যাকরণ-জ্ঞান অনাবশ্যক।

অবরোহী পদ্ধতির সুবিধা

১. অবরোহী পদ্ধতিটি যুক্তিসম্মত ও সংক্ষিপ্ত এবং দ্রুত সমস্যা সমাধানের উপযোগী। সবাই এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে।

২. অবরোহী পদ্ধতিতে স্মরণশক্তির ব্যবহার অপরিহার্য। যাদের স্মরণশক্তি কম তাদের সর্বদা সূত্রের তালিকা ব্যবহার করতে হয়।

৩. আরোহী পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত হলে অবরোহী পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মননশীলতার বিকাশে সহায়ক হয়।

৪. অনুশীলন ও পুনরালোচনার ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতি কার্যকরী।

৫. কম বয়সী ও মেধা সাধারণ মানের -- এমন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতি অবলম্বন করলে শিক্ষণ কার্যকর হয়।

৬. আদর্শ শিক্ষানীতির অন্যতম হলো ‘সমগ্র থেকে অংশ’ ; অবরোহী পদ্ধতিতে তাই অনুসরণ করা হয়।

৭. অবরোহী পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শিক্ষাদান করা যায়।

অবরোহী পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

ক) অবরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষাদান মনোবিজ্ঞান সম্মত নয় বলে বলা হয়েছে। কেননা এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর মুখস্থ বিদ্যার প্রতি প্রবণতা বা ঝোঁক দেখা যায়।

খ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা কম বলে শিক্ষাগ্রহণে তারা বেশি আগ্রহ, কৌতূহল ও উৎসাহ দেখায় না। বিষয়টি তাদের কাছে জটিল এবং নীরসও মনে হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে।

গ) সূত্র নির্ভর অবরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মেধার যথাযথ বিকাশ ঘটে না।

ঘ) শিক্ষাদানের অন্যতম কৌশল জানা থেকে অজানায় যাওয়া, মূর্ত থেকে বিমূর্তে যাওয়া। কিন্তু এপদ্ধতিতে তা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত। এই পদ্ধতি তাই শিক্ষাতত্ত্বের পরিপন্থী।

ঙ) আরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব বুদ্ধি, যুক্তি ও চিন্তার প্রয়োগের কোনো অবকাশ থাকে না। তাই, এটি মনের দিক দিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করে তোলে এবং তারা পাঠগ্রহণে তারা আকর্ষণ বোধ করে না।

চ) ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে এই পদ্ধতি সহায়ক হলেও মননশীলতার বিকাশে আরোহী পদ্ধতি ততটা সহায়ক এবং কার্যকরী নয়।

উপরের প্রসঙ্গার ছাড়া আপনি নিজে আরোহী-অবরোহী পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী উল্লেখ্য যোগ করতে পারেন ?

পর্ব-৩ : গাঠনিক পদ্ধতি (Constructive Teaching Method)

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতি বলে প্রচলিত।

ভাষার বিকাশের ক্ষেত্রে বাক্য গঠন এবং ভাষা গঠনের এটি একটি প্রক্রিয়া হিসেবে প্রচলিত ছিল। বাক্য গঠনে ভাষা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সযত্নে পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। বিক্ষিপ্তভাবে ভাষা না শিখিয়ে গঠনমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভাষা শেখানোকে গাঠনিক পদ্ধতি বলে।

শব্দ শিখিয়ে একটি শব্দের বিভিন্ন ব্যবহার এবং সরল বাক্য শিখিয়ে ধীরে ধীরে জটিল বাক্য এবং যৌগিক বাক্যে শব্দের প্রয়োগ এই পদ্ধতিতে শেখানো হয়। এ ভাবে গঠনমূলক পদ্ধতি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে একসময়ে যথেষ্ট কার্যকর ছিল। ভাষাকে ব্যাকরণগত, উচ্চারণগত ও মৌখিক দক্ষতার মাধ্যমে উপস্থাপনের চেষ্টা এই পদ্ধতিতে করা হয়।

মৌখিকের চাইতে লেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশী প্রযোজ্য। ভাষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি বলে অভিহিত।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যত্ন নিয়ে পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভাষা শেখানো সময় সাপেক্ষ বলে এই পদ্ধতির প্রচলন বর্তমানে নেই বললেই চলে।

গাঠনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

ক) মডেলিং (Modelling) : শিক্ষক জটিল বিষয়সমূহকে অভিনয় করে সহজভাবে উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে সে বিষয়টি অনুকরণ করে উপস্থাপনের উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন।

খ) কোচিং (Coaching) : শিক্ষক শিক্ষার্থীর সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনে সহযোগিতায় সদা প্রস্তুত থাকবেন।

গ) কাঠামোগত এবং ধারণাগত সহায়তা (Scaffolding and fading) : শিক্ষার্থী যে সব বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পায় নি বা নিজের চেষ্টায় তা অর্জন করতে পারে নি শিক্ষক সে সব বিষয়ে সহায়তা করবেন এবং পর্যায়ক্রমে তার সহায়তা কমিয়ে-কমিয়ে এক সময় প্রত্যাহার করে নেবেন।

ঘ) কথায় উপস্থাপন (Articulation) : একে কেউ বলেছেন 'বিন্যাস'। এর অর্থ হলো : শিক্ষার্থীগণ তাদের ধারণা, চিন্তা এবং সমাধানগুলোকে সুবিন্যস্ত ভাবে উপস্থাপন করবে।

ঙ) প্রতিফলন (Reflection) : শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয়বস্তুর ধারণা বা সমাধানসমূহ অন্যান্য সহপাঠীদের কাজের সাথে তুলনা করবে।

চ) সহযোগিতা (Collaboration) : শিক্ষার্থী অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা করবেন।

ছ) সংযুক্তি (Connection) : শিক্ষার্থীর অর্জিত শিখনফল পূর্ব জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্তি ঘটাবে।

জ) উদ্দেশ্যপূর্ণতা (Goal orientation) : শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয়বস্তু শিখনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবে এবং যখনই সম্ভব শিক্ষার্থী তার শিখন প্রক্রিয়ার সাথে উদ্দেশ্যের সংযোগ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালাবে।

গাঠনিক পদ্ধতির সুবিধা

গাঠনিক পদ্ধতির সুবিধা সম্পর্কে খুব বেশি বলার প্রয়োজন পড়ে না; তবে সম্যক উপলব্ধির পক্ষে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের তালিকা করা যেতে পারে :

১. শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি হিসেবে গাঠনিক পদ্ধতি প্রয়োগের বিষয়টি বর্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থায় আর্বিভূত হয়েছে।

২. পর্যায়ক্রমে ও সযত্নে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় বলে এর কার্যফল প্রত্যক্ষ করার সুযোগ থাকে।

৩. শিক্ষা গবেষকদের মতে গঠনমূলক (constructive) শিক্ষাদান পদ্ধতি অন্যান্য শিক্ষাদান পদ্ধতির চেয়ে বেশি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক।

৪. এই পদ্ধতি অনুসৃত হলে শিক্ষার্থী মুক্তচিন্তা করতে পারবে এবং বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে শিক্ষা প্রক্রিয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারবে।

গাঠনিক পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

ক) গাঠনিক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো এটি দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি।

খ) প্রতিটি শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন ও সময় নিয়ে এটি প্রয়োগ করতে হয় বলে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও অবকাঠামোতে এই পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে না।

গ) বর্তমান প্রগতি আর প্রযুক্তির যুগে যেখানে উন্নততর পদ্ধতি অধিকতর ফল-প্রদায়ী হিসেবে সমাদৃত ও অনুসৃত হচ্ছে সেখানে গাঠনিক পদ্ধতির প্রলম্বন সমর্থন ও চর্চা লাভ করে না।

ঘ) গাঠনিক পদ্ধতি মূলত যেখানে সনাতন পদ্ধতি রূপে সমধিক পরিচিত সেখানে 'শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক' পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষকদের কাছে এর পুরাতন ও আধুনিক ধারণার সংবৃত্তায়ন ঘটানো আপাতত বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে।

উপরে যেগুলো আলোচিত বা উল্লিখিত হয়েছে এগুলো ছাড়া আপনি নিজে গাঠনিক পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী যোগ করতে পারেন ?

ইউনিট-২ **অধিবেশন-১০**

মূল শিখনীয় বিষয়

আরোহী, অবরোহী ও গাঠনিক পদ্ধতি

বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে যে-কয়টি শিক্ষাদান পদ্ধতি সেগুলোর মধ্যে এই তিন পদ্ধতিকে একত্রে নেয়া যেতে পারে। আবার আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতি পারস্পরিকও বটে, বিশেষ করে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে এই ত্রয়ী পদ্ধতির একাধিক পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব।

এই তিন পদ্ধতির বিভিন্নতা থাকলেও সনাতন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এগুলো অন্যতম। বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োগের দিক বিবেচনা করলে শিক্ষকের জন্য এই পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আরোহী পদ্ধতি

এটির মূল কথা হলো জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, সহজ থেকে কঠিন, উদাহরণ থেকে সূত্র, বিশেষ থেকে সাধারণ মতে উপনীত হওয়া। এতে উদাহরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্র বা সংজ্ঞা গঠন করতে হয়। এই পদ্ধতিতে একটি প্রমাণিত সূত্রকে গ্রহণ করা হয়। গাণিতিক ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও বাংলা ব্যাকরণ পাঠদানেও এই পদ্ধতি ফলপ্রসূ হতে পারে।

উদাহরণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্র বা সংজ্ঞা গঠন করতে হয় আরোহী পদ্ধতিতে <'উদাহরণ থেকে সূত্র'>। কতগুলো উদাহরণ ভালো ভাবে পরীক্ষা করে সেগুলো থেকে যুক্তির সাহায্যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেলে বা সূত্র গঠন করা গেলে আরোহী পদ্ধতি কার্যকর হয়।

- এতে শিক্ষার্থী নিষ্ক্রিয় বসে না থেকে বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, নতুন তত্ত্ব ও তথ্য উদ্ঘাটনে আনন্দ লাভ করে।
- এই পদ্ধতির অনুমান পরীক্ষা প্রসূত।
- সব সময় চূড়ান্ত না হলেও এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলোর সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
- আরোহী পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি বটে।
- এতে সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করা সহজ হয়।

- এই পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ, চিন্তন ও পরীক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত বিধায় আরোহী পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের প্রতি দিনের অভিজ্ঞতা এবং বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- অভিজ্ঞতা থেকে সূত্র নির্মাণে, বাংলা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা আবিষ্কারের আনন্দও লাভ করতে পারে।
- না বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতা, নিরানন্দ পঠন ও বাড়ির কাজের চাপ থেকে এই পদ্ধতি কিছুটা রেহাই দেয়।

▶ আরোহী পদ্ধতি দ্বারা সূত্র গঠন করলেই শেষ হয়ে গেল না, সূত্র প্রয়োগ করে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করলেই শিক্ষার্থীর মনে বিষয়টি সম্বন্ধে ধারণা দৃঢ় হয়।

উচ্চ শ্রেণীতে আরোহী পদ্ধতি কম কার্যকর অথবা কার্যকরই নয়। কেননা, এখানে অপ্রয়োজনীয় অংশ বা পুনরাবৃত্তির জন্য একঘেয়েমী ও ক্লান্তি আসা অসম্ভব নয়।

আরোহী পদ্ধতি দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য সমস্যা সমাধানে বিশেষ সহায়ক হয় না।

বড় কথা, সাধারণ ভাবে আরোহী পদ্ধতি দীর্ঘ ও সময়সাপেক্ষ।

অবরোহী পদ্ধতি

আরোহী পদ্ধতির বিপরীত পদ্ধতি এটি। এই পদ্ধতিতে সূত্রকে উদাহরণে প্রয়োগ করতে হয় <'সূত্র থেকে উদাহরণ' >। এ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা প্রথমে সূত্র জানার পরে উদাহরণ জানবে, অর্থাৎ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হবে। এই পদ্ধতিতে একটি প্রমাণিত সূত্রকে গ্রহণ করা হয়। ব্যাকরণের যে কোন বিষয় পাঠদানে আরোহী-অবরোহী পদ্ধতি একে অপরের পরিপূরক।

এতে একটি সাধারণ তথ্যকে স্বীকার করে নিয়ে বিশেষ-বিশেষ ক্ষেত্রের সত্যতা প্রমাণ করা হয়। বিমূর্ত সিদ্ধান্ত থেকে মূর্ত তথ্যে উপনীত হওয়া যায় বলে এটি অবরোহী পদ্ধতি নামে খ্যাত [বিবৃতি থেকে সেটির মূলবক্তব্যে পৌঁছার প্রক্রিয়া]। অবরোহী পদ্ধতিতে সাধারণ সত্য থেকে বিশেষ সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

- এই পদ্ধতি যুক্তিসম্মত, সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত সমস্যা সমাধান-উপযোগী এবং সর্বজন ব্যবহার-সম্ভব।
- কম বয়সী ও সাধারণ-মেধা মানের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতিতে শিক্ষণ কার্যকর হয়।

- অনুশীলন ও পুনরালোচনার ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতি কার্যকরী।
- আদর্শ শিক্ষা নীতির অন্যতম 'সমগ্র থেকে অংশ' -- এই পদ্ধতিতেই অনুসৃত।
- অবরোহী পদ্ধতিতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শিক্ষাদান করা যায়।

- অবরোহী পদ্ধতি অনুসরণে মুখস্থ করার প্রবণতা/ঝোঁক দেখা দিতে পারে, তাই অভিযোগ হলো : এটি মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়।
- সূত্রনির্ভর বলে এতে মেধার যথাযথ বিকাশ না-ও হতে পারে।
- শিক্ষার্থীর সক্রিয় ভূমিকা কম বলে আগ্রহ/কৌতূহল ও উৎসাহ কম থাকে, শিক্ষণীয় বিষয় জটিল এবং নীরস মনে হতে পারে।
- শিক্ষার্থীর বুদ্ধি, যুক্তি ও চিন্তার প্রয়োগের অবকাশ থাকে না বলে তারা নিষ্ক্রিয় এবং পাঠ গ্রহণে অনাগ্রহী হয়।
- মননশীলতার বিকাশে আরোহী পদ্ধতি ততটা সহায়ক এবং কার্যকরী নয়।

গাঠনিক পদ্ধতি

সনাতন পদ্ধতি বিশেষ। যদিও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় এর ভিন্ন প্রকার আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু ব্যবহার ও কার্যকারিতার দিক থেকে এটি সর্বত্র ও সর্বব্যপী রূপে আসে না। ভাষা শিক্ষার ব্যাকরণগত, উচ্চারণগত তথা মৌখিক দক্ষতার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেতে পারে, তবে অন্তিমে এই কার্যধারা সময় সাপেক্ষ হয়ে পড়ে। তাই সীমিত ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই কেবল গাঠনিক পদ্ধতির সফল ব্যবহার চিন্তা করতে হবে। কিন্তু এই পদ্ধতি একেবারে পরিহার করার সময় এখনো আসে নি বলা চলে।

ভাষা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সযত্নে পর্যায়ক্রমে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

মৌখিকের চাইতে লেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বেশী প্রযোজ্য। ভাষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি বলে অভিহিত।

গাঠনিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি হিসেবে তাত্ত্বিক ভাবে যে সব ধারণার কথা বলা হয় সেগুলো হলো: মডেলিং, কোচিং, কাঠামোগত এবং ধারণাগত সহায়তা, কথায় উপস্থাপন, প্রতিফলন, সহযোগিতা, সংযুক্তি এবং উদ্দেশ্যপূর্ণতা।

- এটি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতি।
- গঠনমূলক (constructive)।

- এটি অনুসৃত হলে শিক্ষার্থী মুক্ত চিন্তা করতে পারে, বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে শিক্ষা প্রতিক্রিয়ার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারে।

- এটি দীর্ঘ মেয়াদী পদ্ধতি।
- সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবস্থা ও অবকাঠামোতে এই পদ্ধতি কার্যকর হতে পারে না।
- প্রগতির যুগে উন্নততর পদ্ধতির সামনে এটি কম গুরুত্বপূর্ণ।
- 'শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক' এই পদ্ধতিটিকে পুরাতন ও আধুনিক ধারণায় সংবৃত্তায়ন ঘটানো কঠিন।

মূল্যায়নঃ

১. আরোহী পদ্ধতি সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লিপিবদ্ধ করুন।

২. অবরোহী পদ্ধতি কী এবং কেন এর ব্যবহার বেশি করা যেতে পারে, তা বলুন।

৩. আরোহী এবং অবরোহী পদ্ধতির একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি উপস্থাপন করুন।

৪. ব্যাকরণ পাঠদানে কোন পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ এবং কেন? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. গাঠনিক পদ্ধতির মূল ধারণাটি ব্যক্ত করে বলুন কেন এটির ব্যাপক ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়ে।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১ :

১. শিক্ষার্থীদের সামনে যখন কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হবে, তারা উদাহরণগুলোকে যখন বিচার বিশ্লেষণ করে সূত্রে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইবে তখন শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে যেন 'উদাহরণ থেকে সূত্র' এই প্রচলন কার্যকর হতে পারে।

২. এক্ষেত্রে উদাহরণ ও দৃষ্টান্তগুলো সুনির্বাচিত হতে হবে।

৩. দৃষ্টান্তগুলো শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকেই সংগ্রহ করতে হবে।

৪. তর্কবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই পদ্ধতি চমৎকারভাবে স্বীকৃত হতে পারে।

৫. ব্যাকরণ বা বাংলা উচ্চারণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতি বেশ কার্যকর হতে পারে : যেমন-

লেখা হচ্ছে অ+তি=অতি, কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে ও'তি। তেমনি ম+ধু= মধু, উচ্চারিত হয় না ম্অধু, বরং হয় ম'ধু। একই ভাবে য'দু । এখান থেকে সূত্রটি পাওয়া যায় : ই-কার বা উ-কার পরে থাকলে আগের স্বরধ্বনিটি একটু সংবৃত/গোলাকার উচ্চারিত হবে।

পর্ব-২ :

১. বুদ্ধি প্রয়োগেরও সুযোগ থাকে না বলে শুধু অবরোহী পদ্ধতিতে যদি শিক্ষার্থী পাঠ গ্রহণ করে তবে তার প্রতিভার সৃষ্টিশীলতাকে সে কাজে লাগাতে পারে না।

২. বাংলা, বিশেষ করে ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আরোহী-অবরোহী দুই পদ্ধতিরই প্রয়োজন। কেননা, উভয় পদ্ধতিকে বলা হয়েছে পরস্পরের পরিপূরক।

৩. সূত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারলে ভাল হয়।

পর্ব-৩ :

১. বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বাক্যের গঠন ও বাক্যস্থিত উপাদান এই পদ্ধতির অনুসরণে অধিকতর স্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপনের সুযোগ আছে।

২. শব্দের গঠন-প্রকৃতি, ধাতু ও প্রত্যয় যোগে শব্দের রূপকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি একটি উপযুক্ত হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

৩. এমন কি অক্ষরের গঠনও গাঠনিক পদ্ধতিতে সুন্দর ভাবে প্রদর্শিত হতে পারে যেমনটি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা বাংলা ভাষার প্রকৃতি তুলে ধরায় ব্যবহার করেন।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

ইউনিট-২ **অধিবেশন -১১**

ভূমিকাভিনয় ও মাথা খাটানো পদ্ধতি : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

সনাতন পদ্ধতির বাইরে যেসব পদ্ধতি শ্রেণী শিক্ষাদানে বিবেচনা ও কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয় তার মধ্যে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি এবং মাথা খাটানো পদ্ধতি বিশেষ দৃষ্টি লাভের যোগ্যতা রাখে। শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে কর্মতৎপর রেখে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাই এই দুই পদ্ধতির যথেষ্ট ব্যবহার হয়ে থাকে। এই দুই পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে বিশেষ মনোযোগ দেয় এবং পাঠে সক্রিয় থাকে। ফলে পাঠ্য বিষয় সহজে প্রতিভাত হয় এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনও সম্ভব হয়।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে এবং শ্রেণী কক্ষে কী-বিষয়ে কী-ভাবে এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করে সর্বাধিক সুফল পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কে নিজের চিন্তা-চেতনাকে সংহত করতে পারবে।
- মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা।
- মাথা খাটানো পদ্ধতির ব্যবহার কৌশল ব্যাখ্যা করা। শ্রেণীকক্ষে মাথা খাটানো পদ্ধতি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ চিহ্নিত করা।

(এই দুই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে।

(পদ্ধতি দুটির সুবিধা-অসুবিধা জেনে বাংলা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভূমিকাভিনয় ও মাথা খাটানো পদ্ধতির প্রয়োগের কৌশল সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবে।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি (জড়ষব-ঢ়ষধুরহম সবঃযড়ফ)

শ্রেণী পঠন-পাঠনার একঘেয়েমি দূর করে বৈচিত্র্য আনার জন্য অনেক কাল আগে থেকেই নানা পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো; তারই একটি ভূমিকাভিনয় (জড়ষব-ঢ়ষধুরহম)। এতে মূলত পাঠ্য বিষয়কে নাটক আকারে রূপান্তরিত করে অভিনয়ের মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলা

বিষয়ে সাহিত্যের কোনো বিশেষ চরিত্র ইত্যাদি উপস্থাপন করার জন্য এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করা যায়। যেহেতু শিশুরা অনুকরণ প্রিয় তাই এই পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষার্থীরা আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সাথে পাঠ্য বিষয়কে গ্রহণ করে থাকে। শিশুদের এরূপ আগ্রহকে শিখন-কাজে প্রয়োগের ফলে ভাল ফলও পাওয়া যায়, আর ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিও এদিক থেকেই কার্যকর হয়ে ওঠে।

শিক্ষণীয় বিষয়কে নাটকের আকারে রূপান্তরিত করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে অভিনয় করিয়ে সুফল লাভের জন্য, আধুনিক যুগে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদগণ ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদানের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে এটিকে স্বীকৃতি দেন।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

ক) শ্রেণী পাঠনার বৈচিত্র্যময় ফল পেতে পাঠদান পদ্ধতির গতানুগতিক প্রয়োগের মধ্যে এই ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি পরিবর্তন আনতে পারে।

খ) ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীরা আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে এবং সক্রিয় ভাবে পঠন-পাঠনে অংশগ্রহণ করে।

গ) ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে কল্পিত বিষয় এবং অতীত ঘটনাকে বাস্তবের মত শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যক্ষ-গোচর করে তোলা যায়।

ঘ) সাধারণ শ্রেণী পাঠে এই পদ্ধতি প্রয়োগের সময় রঙ্গমঞ্চ, পোষাক-পরিচ্ছদ, দৃশ্যপট ইত্যাদি সংগ্রহ না করলেও চলে।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধা

১. ভূমিকা অভিনয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

২. অভিনয়ের মাধ্যমে বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

৩. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি স্বল্প ব্যয়ে এবং সহজে প্রয়োগ করা যায়।

৪. শ্রেণীকক্ষে সকল শিক্ষার্থী পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৫. সহজেই অংশগ্রহণকারীদের উদ্বুদ্ধ করা যায়।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

১. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে সময় বেশি প্রয়োজন হয়।

২. এবিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়।

৩. উপস্থাপনা ও নির্দেশনা ঠিকমত না হলে বিপরীত ফল হতে পারে।

৪. অভিনয়ের মাধ্যমে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হলে অভিনয়কেও সম্পূর্ণ রূপ দিতে হবে।

৫. বাংলা বিষয়ের সকল খুঁটিনাটি পাঠ্য-বিষয়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত আবহ ও পরিবেশ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না-ও পাওয়া যেতে পারে।

উপরে যেগুলো আলোচিত বা উল্লিখিত হয়েছে এগুলো ছাড়া আপনি নিজে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী যোগ করতে পারেন ?

পর্ব-২ : মাথা খাটানো পদ্ধতি (Brain Storming Method)

শিক্ষণ সম্পর্কিত কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার জন্য চিন্তনমূলক এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। শিখনকে কার্যকরী করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন জটিল সমস্যা উপস্থাপন করার মাধ্যমে, তাদেরকে মাথা খাটানো পদ্ধতিতে শ্রেণীতে কর্মতৎপর রাখতে পারেন।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা মুক্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ পায় এবং শিক্ষকও তাঁর কর্ম ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্রম-অগ্রগতি সম্পর্কে সুচিন্তনের সুযোগ পান। অংশগ্রহণকারীগণও পরস্পরের নিকট থেকে অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটাতে পারে।

মাথা খাটানো পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যাবলি

ক) এটি শ্রেণী পাঠদানের এমন পদ্ধতি যাতে শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদেরকে ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে সমাধান খুঁজে বের করতে উদ্বুদ্ধ করে।

খ) মাথা খাটানো পদ্ধতিতে ক্লাশের সব শিক্ষার্থীকে সম্মিলিতভাবে কোনো বিশেষ সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করার সুযোগ দেয়া হয়। শিক্ষক ইচ্ছে করলে শিক্ষার্থীদেরকে একটি সুবিধাজনক উপায়ে কয়েকটি ছোট দলে বিভক্ত করেও এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

গ) পাঠের নির্ধারিত বিষয়বস্তুকে কয়েকটি ছোট ছোট সমস্যায় বিন্যস্ত করে প্রতিটি দলকে পৃথক পৃথক সমস্যা প্রদান করতে হয়। পরে, দলভিত্তিক সমাধানের জন্য শিক্ষক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন। সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট সময়ও বরাদ্দ করতে হয়।

ঘ) শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে প্রাপ্ত সমস্যার সমাধান করে তা শ্রেণীকে দলীয়ভাবেই উপস্থাপন করে থাকে।

মাথা খাটানো পদ্ধতির সুবিধাবলি

১. সমগ্র শ্রেণীতে একই সময়ে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়।

২. এতে জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

৩. সকল শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করতে পারে।

৪. অল্প সময়ে অধিক ফল পাওয়া যায়।

৫. পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যায়।

৬. অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের চিক্ষাশক্তি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা স্পষ্ট হয় এবং সে আলোকে তিনি পাঠদান কর্মসূচি বেছে নিতে পারেন।

৭. শিক্ষক শিক্ষার্থীর পারস্পরিক আলোচনা সহজ, সুন্দর ও স্পষ্ট হয় এবং শিক্ষার্থীরা শ্রেণীপাঠে অধিক প্রাণবন্ত থাকে।

৮. শ্রেণীর জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়।

৯. নিজস্ব চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে সমস্যা সমাধান করতে হয় বলে শিক্ষার্থীরা সার্বক্ষণিক সৃষ্টিশীল চিন্তায় উজ্জীবিত থাকে।

১০. শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

মাথা খাটানো পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

ক) মাথা খাটানো পদ্ধতিতে আলোচনা অনেক সময় নির্দিষ্ট বিষয়ের বাইরে চলে যেতে পারে।

খ) নির্দিষ্ট সময়ে সমস্যার সমাধান ও আলোচনা অনেক সময়ই শেষ করা যায় না।

গ) বিষয়বস্তু সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে সকল ক্ষেত্রে আশানুরূপ ফলাফলও পাওয়া যায় না।

ঘ) অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা অধিক হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে।

ঙ) শিক্ষার্থীদের মতামত সংরক্ষণে প্রশিক্ষককে যথেষ্ট সক্রিয় হতে হয় যাতে কোনো মতামত বাদ না পড়ে।

মাথা খাটানো পদ্ধতির প্রয়োগের উপায়/কৌশল

১. প্রয়োজন অনুসারে কখনো ব্যক্তিগত এবং কখনো দলগতভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করার কৌশল গ্রহণ করতে হয়।

২. বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যাকে কয়েকটি অংশে অবশ্যই পৃথক করে নিতে হবে।

৩. প্রতিটি দলের জন্য পৃথক পৃথক সমস্যা নির্বাচন ও নির্ধারণ করতে হবে।

৪. শিক্ষার্থীদের থেকে প্রাপ্ত সকল মতামতকে প্রাথমিক ভাবে বাছাই করে নিলে ভাল হয়।

৫. প্রাপ্ত-তথ্য যাতে চূড়ান্ত পর্যায়ে বাছাইয়ের সময় বাদ না পড়ে সেজন্য সবার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করে নির্দিষ্ট ফাইলে রাখতে পারলে আরো ভাল হয়।

৬. কেউ ভুল বক্তব্য দিলে তাকে উপহাস করা ঠিক নয়।

৭. দলীয় চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপনের জন্য পোস্টার/ইস্তেহার জাতীয় কিছু ব্যবহার করা যায়। এরকম হলে এক দলের চিহ্নিত সমাধান সম্বলিত পোস্টার অন্যদলের শিক্ষার্থীদের দেখানো উচিত। [প্রাপ্ত পোস্টার ইত্যাদি দেয়ালে টানিয়ে বা ইজেল জাতীয় কোনো কিছুতে স্থাপন করে দলভিত্তিক উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা যায়।]

৮. দুই পৃথক দলের মতামতকে (ভিন্নতা থাকলেও) মিলিয়ে সমস্যা সমাধানের পথে দ্রুত পৌঁছার চেষ্টা শিক্ষককে করতে হবে।

৯. সর্বোপরি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

উপরে যেগুলো আলোচিত বা উল্লিখিত হয়েছে এগুলো ছাড়া আপনি নিজে মাথা খাটানো পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী যোগ করতে পারেন ?

ইউনিট-২ **অধিবেশন-১১**

মূল শিখনীয় বিষয়

ভূমিকাভিনয় ও মাথা খাটানো

সনাতন পদ্ধতির বাইরে, শিক্ষার্থীদেরকে শ্রেণীকক্ষে কর্মতৎপর রেখে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে, এই দুই পদ্ধতির কার্যকর ভাবে প্রয়োগ ঘটানো যায়। এই দুই পদ্ধতির প্রয়োগে শিক্ষার্থীর মনোযোগ দিয়ে পাঠে সক্রিয় রাখা যায় বলে পদ্ধতি দুটি বিশেষ দৃষ্টি লাভের যোগ্যতা রাখে।

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি

ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি মূলত বিশেষ কার্যকর যেখানে প্রত্যক্ষকরণের জন্য শিক্ষক অভিনয় কৌশলের আশ্রয় নেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর চেষ্টা। শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত, কাজেই শিক্ষাদান প্রক্রিয়াও শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র করেই এখানে পরিচালিত হচ্ছে। পাঠদানের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা এই ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির পশ্চাৎ কৌশল বিশেষ।

বাংলা বিষয়ে সাহিত্যের কোনো বিশেষ চরিত্র ইত্যাদি উপস্থাপন করার জন্য এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করা যায়।

- পাঠদানের গতানুগতিকতার মধ্যে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে ভাল ফল পেতে এটি উপযোগী।
- প্রধানত শিশুরা অনুকরণ প্রিয় বলে তারা এই পদ্ধতিতে আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে পাঠ্য বিষয়কে গ্রহণ করতে পারে। এর দ্বারা এরূপ আগ্রহকে শিখন-কাজে প্রয়োগে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- শিক্ষাদান ও শিখনে বৈচিত্র্য আনার জন্য ভূমিকাভিনয় পদ্ধতিতে কল্পিত বিষয় এবং অতীত ঘটনাকে বাস্তবের মত শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যক্ষ-গোচর করে তোলা যায়।
- এতে সাধারণ শ্রেণীপাঠে পুরোপুরি নাট্যসজ্জার প্রয়োজন পড়ে না। তাই স্বল্পব্যয়ে এবং সহজে এটি প্রয়োগ করা যায়।
- এর দ্বারা অংশগ্রহণকারীদের সহজেই উদ্বুদ্ধ করা যায়।

- শ্রেণীকে সকলে পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারলেও অন্তিমে এতে সময় বেশি লাগে।
- উপস্থাপনা ও নির্দেশনা ঠিকমত না হলে বিপরীত ফল হতে পারে, তাই এবিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষক অত্যাবশ্যক।
- বাংলা বিষয়ের শিক্ষাদানে সর্বত্র এর জন্য উপযুক্ত আবহ ও পরিবেশ সহজলভ্য নয়।

মাথা খাটানো পদ্ধতি

শিক্ষণ সম্পর্কিত কোনো সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী নিজেদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করার সুযোগ ও অনুশীলন সৃষ্টি করে দেয়ার জন্যই চিন্তনমূলক 'ব্রেন স্টর্মিং' বা মাথা খাটানো পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। এই পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তাভাবনা করে সমাধান খুঁজে বের করতে শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষক উদ্বুদ্ধ করেন। এভাবে শিখনকে কার্যকরী করার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে বিভিন্ন জটিল সমস্যা উপস্থাপন করার মাধ্যমে, তাদেরকে মাথা খাটানো পদ্ধতিতে, শ্রেণীতে কর্মতৎপর রাখতে পারেন।

এতে করে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে বিশেষ মনোযোগ দেয় এবং পাঠে, চিন্তায় ও ধারণ ক্ষমতায় সক্রিয় থাকে। এই পদ্ধতির সফল প্রয়োগের জন্য বেশ কিছু কৌশল অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

- এতে শিক্ষার্থীরা মুক্তভাবে চিন্তা করার সুযোগ পায়, শিক্ষকও তাঁর কর্ম ও শিক্ষণ প্রক্রিয়ার ক্রম-অগ্রগতি সম্পর্কে সুচিন্তনের সুযোগ পান। অংশগ্রহণকারীগণও পরস্পরের নিকট থেকে অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটাতে পারে।
- এটি শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে বিষয় বা সমস্যা সম্পর্কে গভীর চিন্তায় সমাধান বের করতে উদ্বুদ্ধ করে।
- সমগ্র শ্রেণীতে, একই সময়ে, সকলের অংশগ্রহণ সম্ভব-- তাই এই পদ্ধতিতে অল্প সময়ে অধিক ফল পাওয়া যায়।
- এতে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যায় [শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয় পক্ষেরই]।
- শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে শিক্ষক ধারণা লাভ করে পাঠদান কর্মসূচি বেছে নিতে পারেন।
- বরাদ্দকৃত সময়ের পরিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত হয় ও প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠে।
  - এই পদ্ধতিতে আলোচনা বিষয়ের বাইরে চলে যেতে পারে।
  - সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে শেষ নাও হতে পারে।
  - সকল ক্ষেত্রেই, বিবিধ কারণে আশানুরূপ ফল নাও হতে পারে।
  - শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্যে বিশৃঙ্খলার মত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

☼ মাথা খাটানো পদ্ধতির কার্যকর প্রয়োগে কিছু কৌশল নেয়া যায়; যেমন - সম্পাদ্য বিষয়কে ও শ্রেণী-সদস্যদেরকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা ও প্রত্যেক ভাগে পৃথক-পৃথক সমস্যা নির্বাচন করা, শিক্ষার্থীদের মতামতকে যাচাই-বাছাই করে সুবিবেচনায় সকল মতকে তুলে ধরা, ভুল বক্তব্যকে উপহাস না করা, পৃথক দলের ভিন্নতাকে মিলিয়ে সমাধান বের করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান ও শিখন কার্য সমাপ্ত করা।

মূল্যায়নঃ

১. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির মৌলিক দিকগুলো সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করুন।
২. ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির সুবিধা-অসুবিধা তুলে ধরে দেখান যে, এর কোন দিকটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
৩. মাথা খাটানো পদ্ধতির চমৎকারিত্ব বা আধুনিক শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এর প্রধান-প্রধান আকর্ষণ কোথায় ?
৪. মাথা খাটানো পদ্ধতি শিক্ষাগ্রহণ কালে ও উত্তরকালে কীভাবে কাজে লাগতে পারে ?
৫. উভয় পদ্ধতির পৃথক-পৃথক প্রয়োগ বা যুগপৎ প্রয়োগের সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার সুচিন্তিত অভিমত/দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

ক) অন্যান্য পদ্ধতির ব্যবহারে যেখানে একঘেয়েমি আসতে পারে সেখানে ক্ষেত্র বিশেষে ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির প্রয়োগ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের জন্য বৈচিত্র্য ও প্রয়োগ কার্যকারিতা আনতে পারে।

খ) শিশুরা অনুকরণ প্রিয় বলে এই বৈশিষ্ট্যটি কাজে লাগিয়েই তাদের দিয়ে স্বশিক্ষার কর্মটি সম্পাদন করানো যেতে পারে।

গ) ভূমিকাভিনয় পদ্ধতির মাধ্যমে অনেক বিমূর্ত কিছুকে সার্থক ভাবে শেখানো যায়, ফলে শিখন কার্যক্রম স্থায়ী হয় এবং মুখস্থ করার প্রবণতা কমে আসে।

ঘ) শিক্ষা-অতিরিক্ত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবেও এই ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে।

পর্ব-২

১. মাথা খাটানো পদ্ধতিতে বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ অংশগ্রহণকারীগণ পরস্পরের নিকট থেকে অভিজ্ঞতার বিনিময় ঘটাতে পারে এবং সে আলোকে পরবর্তী কালে কর্মক্ষেত্রের কোনো সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানকল্পে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক নীতিমালা প্রণয়নে অবদান রাখতে পারে।
২. এই পদ্ধতিতে নীতিনির্ধারকগণ জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।
৩. আদর্শ শিক্ষা-পরিবেশ ও সহায়ক কর্মধারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে না থাকলে মাথা খাটানো পদ্ধতি কার্যকর করানো সহজ হবে না।
৪. শিক্ষককে পর্যাপ্ত সুযোগ ও পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে হবে।

৫. সহশিক্ষামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা শুধু বালক বিদ্যালয়ের/বালিকা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বর্ণিত-কৌশলের তাৎক্ষণিক ও উপযোগী ব্যবস্থায়ন শিক্ষককে গ্রহণ করতে হতে পারে।

ইউনিট-২ **অধিবেশন - ১২**

সমস্যা সমাধান ও মাইন্ড ম্যাপিং : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভের কৌশল-অনুষঙ্গ হিসেবে এই দুই পদ্ধতির ব্যবহার আধুনিক শিক্ষণবিজ্ঞান (Pedagogical) চর্চায় গৃহীত। এ দুটি মূলত মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি। তবে দ্বিতীয়টি প্রকৃতপক্ষে প্রথমটির উপ-পদ্ধতি হিসেবেই বিবেচিত হওয়া উচিত। অধিতব্য বিষয় ও তদ্‌সম্ভূত জ্ঞানকে যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে এনে শিখনকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার কৌশল হিসেবে এই দুই পদ্ধতি যথেষ্ট সহায়ক হয়ে থাকে। শিক্ষক যদি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ দুয়ের সফল রূপায়ন ঘটাতে চান তবে তাঁকে এই অধিবেশনের সকল খুঁটিনাটি সমীক্ষণ করতে হবে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- সমস্যা সমাধানমূলক পদ্ধতিতে যে গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিখন সম্ভব করে তোলা হয় তার স্বরূপ জানতে পারবে।
- শিক্ষার্থীকে কী করে সক্রিয়ভাবে শিখন কাজে অংশগ্রহণ করিয়ে শিক্ষাদানকে সফল করা যায় তার দিশা পাবে।
- এই দুই কৌশলের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে জানতে পারবে।
- উভয় ক্ষেত্রে যৌক্তিক সমাধানে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়ার পরিচয় পাবে।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ : সমস্যা সমাধান পদ্ধতি (Problem Solving Method)

সমস্যা সমাধান শ্রেণী পাঠদানের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে যৌক্তিক উপায়ে কোন সমস্যার সমাধান করা হয়। শিক্ষার্থীর জন্য সমস্যা নির্বাচন করা হয় তার পূর্বজ্ঞান ও ধারণার ভিত্তিতে। তবে সমাধান আগে থেকে তাদের জানা থাকে না। তারা তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির মূল কথা হলো : বিষয়বস্তুর সমস্যামূলক উপস্থাপনা। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে সবার অলক্ষ্যে একটি সমস্যা তুলে ধরেন। তাতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যায় এবং সমস্যাটি অনুধাবন ও সমাধানের চেষ্টা করে। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তায় সমস্যাটি একটি যৌক্তিক সমাধানের পথে অগ্রসর হয়। এজন্যই বলা হয়েছে: যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী

সম্মিলিতভাবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে শিক্ষামূলক কোনো সমস্যা সমাধান করতে ক্রিয়াশীল হয় তা-ই সাধারণ অর্থে শিক্ষামূলক সমস্যা সমাধান পদ্ধতি।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

শিক্ষা ও সমস্যা সমাধানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই পদ্ধতির সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা চিন্তাবিদগণ দেখেছেন যে, ব্যক্তির আচরণ বা সক্রিয়তা (Activity) তার চিন্তনের প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়, আর সমস্যা (Problem), কাজ বা সক্রিয়তা (Activity) এবং চিন্তন (Thinking) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাঁরা দেখেছেন যে, শিক্ষা শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাধ্যমেই সংগঠিত হয়। এই সব মৌলিক প্রবক্তন থেকে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন এন.এল. বসিং (N.L.Bossing) :

১. এই পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর বিশেষ ধরনের বিন্যাস (Organisation) প্রয়োজন।

২. সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন হবে সমস্যার আকারে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়া সক্রিয় হয় না। তাই বিষয়বস্তুকে একটি প্রকৃত সমস্যার আকারে উপস্থাপিত করতে হয়।

৩. সমস্যার আকারে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করলেই শিক্ষণ হয় না। সমস্যাটি এমন হওয়া উচিত যা শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থাকে সক্রিয় করে তুলতে পারে। <কেননা, সমস্যা জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে সংযুক্ত হলেই কেবল তা শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে পারে।>

৪. সমস্যাটির সমাধান শিক্ষার্থীর মানসিক স্তরে সম্পন্ন হয়। অর্থাৎ, কোনো প্রত্যক্ষ কর্মের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান নয়।

কাজেই বলা যেতে পারে : যে পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তা প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যার আকারে উপস্থাপন করা হয় তা-ই হবে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি।

অনুসরণীয়

- সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া কয়েকটি নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। যেমন–

১. সমস্যা শনাক্তকরণ;

২. সমস্যা বিশ্লেষণ;

৩. অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৪. তথ্য সংগ্রহ;

৫. তথ্য বিশ্লেষণ;

৬. অনুমিত সিদ্ধান্ত যাচাই;

৭. সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

উপর্যুক্ত সাতটি ধাপ সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সবসময় প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়না। তবে সমাধানের চিন্তন প্রক্রিয়ায় ধাপ সাতটি পরোক্ষভাবে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে।

ব্যবহৃত কৌশল

- শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবহার করতে হয়। যেমন–
  ১. সুনির্দিষ্ট সমস্যামূলক ইস্যু তৈরি করা।
  ২. শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান ও ধারণার ভিত্তিতে সমস্যা নির্বাচন করা।
  ৩. কাজের উপযোগী শ্রেণী পরিবেশ তৈরি করা।
  ৪. শিক্ষার্থীদেরকে দলে ভাগ করা।
  ৫. কাজের সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা।
  ৬. শিক্ষার্থীর চিন্তন প্রক্রিয়ার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
  ৭. দলীয় কাজে সামষ্টিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটছে কি-না সেদিকে খেয়াল রাখা।
  ৮. সমস্যার 'কেন্দ্র-অভিমুখী ও কেন্দ্র-বিমুখী' উভয় প্রকার চিন্তার সমন্বয় সাধন করা।
  ৯. শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ নিশ্চিত হচ্ছে কি-না সেদিকে খেয়াল রাখা।
  ১০. প্রয়োজনে সমাধানের ইঙ্গিত প্রদান করা।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধা

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধার কথা অনেক বলা হয়েছে; সংক্ষেপ করলে সেগুলো এই রকম দাঁড়ায়:

ক) প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনেই সমস্যা থাকে এবং সে সব সমাধানের মাধ্যমে জীবনের অগ্রগতির ধারা বজায় রাখতে হয় বলে এই পদ্ধতির চর্চার ফলে তা শিক্ষার্থীর জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে যায়।

খ) এই পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। কারণ এতে শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয়। শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে বলে তাদের অনুরাগ ধরে রাখা সম্ভব হয়।

গ) এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক, চিন্তনমূলক ও উদ্ভাবনমূলক দক্ষতার কার্যকর বিকাশ সাধিত হয়। বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, আন্তঃব্যক্তিক চিন্তনের সমন্বয়সাধন -- প্রভৃতি দক্ষতার সুষম প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় বলে এই পদ্ধতিতে শ্রেণী পাঠদান অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।

ঘ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা কোনো বিশেষ বিষয়ে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, যে ক্ষমতার বিকাশ ব্যক্তি সত্তার বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীরা যখন সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন তাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করতে হয়। স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের ক্ষমতা এই পদ্ধতির সাহায্যে বিকশিত করা যায়।

ঙ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে যদিও শিক্ষার্থীরা মানসিক পর্যায়ে সমস্যা সমাধান করে, তা সত্ত্বেও তারা শ্রেণীকক্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। সুতরাং এই পদ্ধতিকে 'সক্রিয়তা ভিত্তিক পদ্ধতি' বিবেচনা করা যায়। <বিবেচনায় রাখা যায় যে, কর্মমূলক সক্রিয়তা যেমন জীবনের পক্ষে উপযোগী, তেমনি চিন্তনমূলক সক্রিয়তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

চ) গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের স্মৃতি (Memory)-র উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে শিক্ষার প্রয়োগমূলক দিকের চেয়ে যান্ত্রিক আবৃত্তির উপরই সেখানে বেশি গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে শিক্ষার বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার উপরই গুরুত্ব আরোপ বেশি হয়।

ছ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান পুনরাবিষ্কার (Rediscover) করে। এখানে অনুকরণ (Imitation) অপেক্ষা সৃজনীস্পৃহার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে, শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অন্ধ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে গড়ে না উঠে প্রত্যক্ষ যুক্তি ও বিচারের আলোকে নতুন তাৎপর্য লাভ করে।

জ) এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মধ্যে নানা রকম সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটায়। তারা অন্যের মতামতকে সহ্য করতে শেখে, অন্যের মতামতকে যোগ্য মর্যাদা দিতে শেখে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করে বলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের সামাজিক প্রবৃত্তিরও বিকাশ ঘটে।

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সুবিধার কথা যেমন অনেক শিক্ষাবিদ বলেছেন তেমনি তার অসুবিধার কথাও অনেকে বলেছেন। যেমন -

ক) সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা সব সময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না। কারণ পাঠ্যক্রমের সমস্ত অংশগুলোকে সমস্যার মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় না।

খ) অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীর সুস্থ পাঠাভ্যাস (Reading habit) গড়ে ওঠে না। সমস্যা সমাধানের জন্য যেটুকু অংশ দরকার তা-ই তারা পড়ে, অন্য অংশ পড়ে না। ফলে তাদের পাঠের অভ্যাস নষ্ট হয়ে যায়।

গ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠ পরিচালনা করলে অনেক সময় দেখা গেছে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুর জ্ঞান অপেক্ষা সমস্যার সমাধানটির উপর বেশি গুরুত্ব দেয়; ফলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যবহত হয়।

ঘ) অনেক শিক্ষাবিদ মনে করেন : সমস্যা সমাধান পদ্ধতির সঙ্গে গতানুগতিক শিক্ষণ পদ্ধতির বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। এখানে যে সক্রিয়তার কথা বলা হয়েছে সেই সক্রিয়তা শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ, শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ করতে বেশি ভালবাসে। এই পদ্ধতিতে তার বিশেষ কোনো সুযোগ নেই। শিক্ষা এখানে কর্মভিত্তিক নয়।

ঙ) এই পদ্ধতিতে পাঠদান যেমন বেশি সময় ব্যয় হয় তেমনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য ঝামেলাও বেশি।

চ) সমস্যা সমাধান পদ্ধতি দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য আমাদের দেশে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

জ) নিচের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধান পদ্ধতি উপযোগী নয়।

উপরে যেগুলো আলোচিত বা উল্লিখিত হয়েছে এগুলো ছাড়া আপনি নিজে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী যোগ করতে পারেন ?

পর্ব-২ : মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি (Mind Maping Method)

পদ্ধতির স্বরূপ : অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমস্যা সমাধান পদ্ধতির একটি উপ-পদ্ধতি হচ্ছে মাইন্ড ম্যাপিং। তথ্যবিশ্বের জ্ঞানকে একটি যৌক্তিক কাঠামোয় এনে শিক্ষার্থীদের ধারণায় অর্থপূর্ণভাবে সঞ্চালন ঘটাতে এই পদ্ধতি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

সাধারণত একটি ধারণার সাথে অনেকগুলো উপ-ধারণা জড়িত থাকে। এই উপ-ধারণাগুলোর যৌক্তিক বিন্যাস এবং কার্যকারণ সম্পর্কই মূল ধারণাকে সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করে থাকে। মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে ধারণা-উপ-ধারণার এই যৌক্তিক কাঠামোই বিশ্লেষিত হয়ে থাকে। এই কাজে শিক্ষক পরিকল্পনা তৈরি করেন এবং দিক-নির্দেশনা দেন আর শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধারণা-কাঠামো বিনির্মাণ করে।

দেখা যায়, মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একটি পদ্ধতি বটে। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা এককভাবে, জোড়ায় অথবা দলীয়ভাবেও কাজ করতে পারে। তবে তা নির্ভর করবে শিক্ষকের পরিকল্পনার উপর।

মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অতিমাত্রায় ঘনিষ্ঠতর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুযোগ থাকে। তাই, শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতা বাড়ে;
২. এতে কর্মতৎপরতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ে;
৩. মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ধারণা-কাঠামো তৈরি হয়;
৪. শিক্ষার্থীর বহু-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার হয়;
৫. শিক্ষার্থীদের সামাজিক দক্ষতা বাড়ে;
৬. শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়;
৭. শিখন প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্দৃষ্টি জাগে ও সামগ্রিক শিখন হয়।

ব্যবহার কৌশলঃ এই পদ্ধতির ব্যবহার কৌশলে কিছুটা বৈচিত্র্য রয়েছে। তবে প্রধানত দলগতভাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যায়। ব্যবহার কৌশল বিষয়ে শিক্ষককে নিম্নবর্ণিত ধারাক্রম অনুসরণ করতে হয়।

১. সমস্যা চিহ্নিত করা / সমস্যার অংশ নির্বাচন করা।
২. সমস্যার সাথে জড়িত তথ্যগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা।
৩. শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দলে ভাগ করা।
৪. প্রতি দলে একই কাজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া।
৫. দলীয় কাজ শ্রেণীতে উপস্থাপনের জন্য পোস্টার পেপারে লিখতে বলা।
৬. কাজ চলা অবস্থায় শিক্ষার্থীকে সহযোগিতা প্রদান করা।
৭. দলীয় কাজের কাঠামোবদ্ধ রূপ শ্রেণীতে উপস্থাপন করা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- কোনো একটি কবিতার সারাংশ তৈরি করতে শিক্ষক কবিতা আবৃত্তি ও কবিতার বিষয়কেন্দ্রিক মিনি লেকচার দেবার পর, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কবিতা থেকে কিছু তাৎপর্যমন্ডিত শব্দ নির্বাচন করে বোর্ডে লিখে দিতে পারেন এবং ঐ শব্দগুলোর ভিত্তিতে কবিতার বিষয়বস্তু/মূলভাব/সারাংশ লিখতে দিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে বোর্ডে লিখিত ঐ শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের ধারণার জগতে কবিতাটি সম্পর্কে একটি কাঠামো তৈরি করবে এবং শব্দগুলোর আন্তঃসম্পর্ক বিচার বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা যখন কবিতার বিষয়বস্তু বিনির্মাণ করবে তখন তাদের পূর্ববর্তী ধারণার মধ্যে সুস্পষ্টতা আসবে এবং শিখন অর্থপূর্ণ হবে।

উপরিউক্ত কৌশলগুলোর সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের সহায়ক ইঙ্গিতগুলোর ব্যবহার করতে পারেন।

১. মাইন্ড ম্যাপের তথ্যগুলো লিখতে বিভিন্ন রঙের কালির/চকের ব্যবহার করা উচিত।

২. মাইন্ড ম্যাপে কেবল তথ্যমূলক বৃত্ত নয় বরং এর বদলে রেখা, নকশা, ডায়াগ্রাম, বৃক্ষ, মাকড় মানচিত্র, শিকল মানচিত্র প্রভৃতি কাঠামোও ব্যবহৃত হতে পারে।

৩. দাগ টেনে তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে তথ্যের সাথে তথ্যের সম্পর্কের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিতে হয়।

৪. একটি বাক্যের মূল শব্দটিকে তথ্য হিসেবে বেছে নিতে হবে।

৫. তথ্য হিসেবে কেবল শব্দ নির্বাচন করাই শ্রেয়, বাক্য বা বাক্যাংশ নয়।

৬. মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করতে দেয়ার আগে শিক্ষার্থীদেরকে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং সুবোধ্য নির্দেশনা দিতে হবে।

৭. দলে কাজ দিলে সামষ্টিক চিন্তার প্রতিফলন ঘটছে কি-না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৮. প্রতি দলে একই কাজ অথবা ভিন্ন ভিন্ন কাজ দেওয়া যায়।

৯. মাইন্ড ম্যাপ তৈরি কেবল নির্ধারিত Text (অনুচ্ছেদ) এর আলোকেই নয় বরং Text ব্যতীত যে-কোন সমস্যামূলক ইস্যুকে কেন্দ্র করেও (মুক্ত চিন্তার প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে) দেওয়া যেতে পারে।

মাইন্ড ম্যাপিং-এর নমুনা

প্রথম করণীয় : আবেগ সৃষ্টি

ব্ল্যাকবোর্ডে খুব দ্রুত নিম্নবর্ণিত ছকটি এঁকে/পোস্টার পেপারে দেখিয়ে শিক্ষার্থীদেরকে এ বিষয়ে (কী মনে হচ্ছে?) ভাবতে বলা যায়, এবং তারপর ২/৩ জনকে মৌখিক ভাবে তাদের ভাবনা ব্যক্ত করতে বলতে পারেন শিক্ষক :

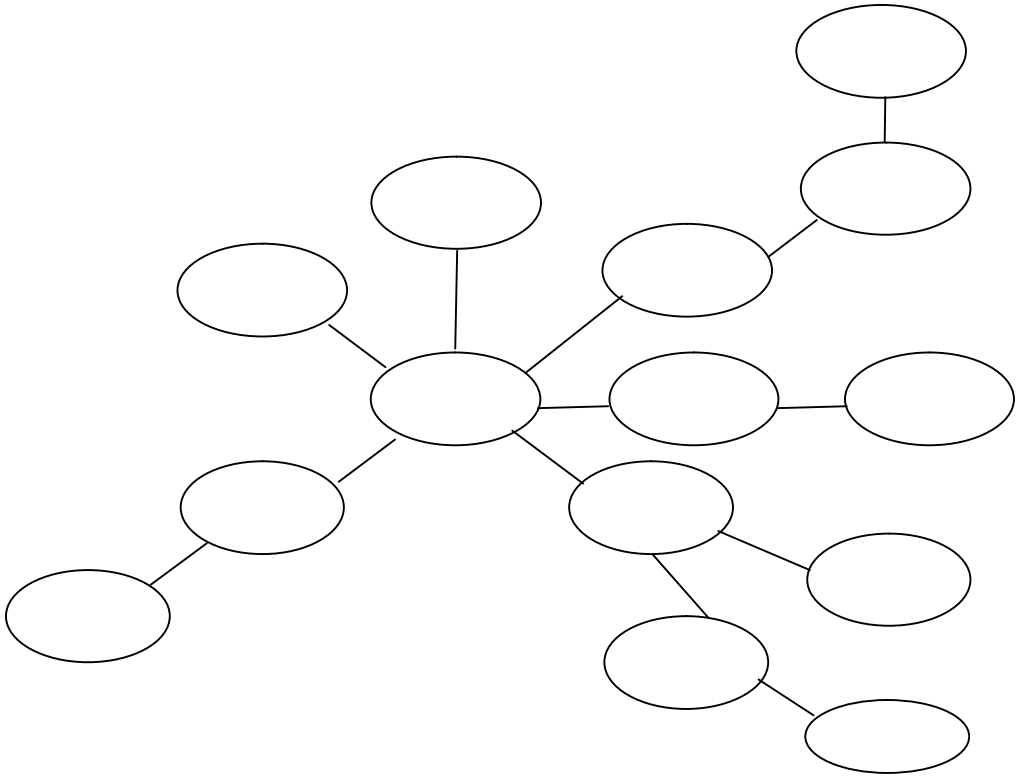

দ্বিতীয় ধাপে করণীয় : একজন কবির পরিচিতিমূলক একটি অনুচ্ছেদ প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ দিয়ে পড়তে বলা যায় যে, শিক্ষার্থীরা জোড়ায় চিন্তা করে এর নিচে উল্লিখিত ফাঁকা ছকটি কবি পরিচিতিমূলক যৌক্তিক তথ্য দিয়ে পূরণ করুক।

তৃতীয় ধাপে : শিক্ষক বোর্ডে তথ্যসমূহের নিম্নবর্ণিত বিন্যাসে ফলাবর্তন দেবেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদেরকে তাদের লেখা তথ্যের সাথে মিলিয়ে নিতে বলবেন।

কবি পরিচিতি : মহাদেব সাহা ১৯৪৪ সালে সিরাজগঞ্জ জেলার ধানঘরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় সাংবাদিক ছিলেন (দৈনিক ইত্তেফাক ও পূর্বদেশ)। তিনি একজন আধুনিক কবি। ঋজু বাণীভঙ্গি এবং শব্দ চয়নে অনুপ্রাসের সার্থক ব্যবহারেই তার আধুনিকতার পরিচয় মেলে। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আনন্দের মৃত্যু নেই', 'মানব এসেছি কাছে', 'টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর' প্রভৃতি। *আনন্দের মৃত্যু নেই* গ্রন্থের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন।

[উপরে বর্ণিত অংশটুকু পড়ে জোড়ায় চিন্তা করে নিচের ছকে তথ্যসমূহ বিন্যস্ত করতে হবে]

মাইন্ড ম্যাপিং

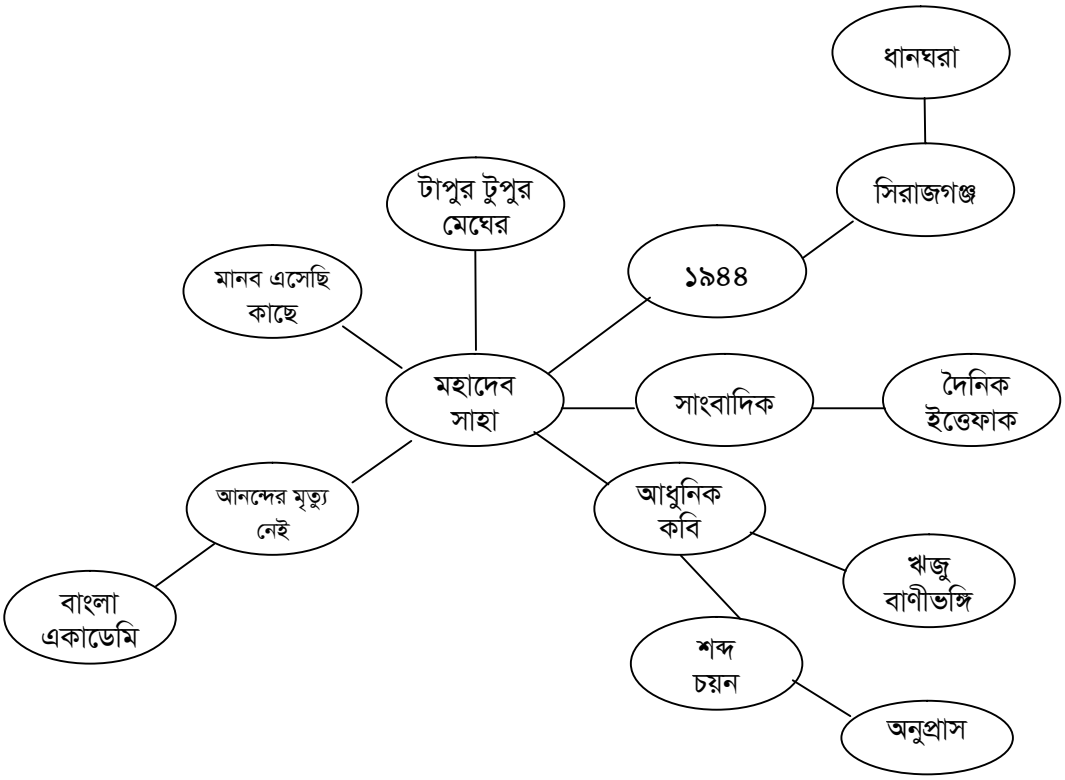

মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতির সুবিধা

১. শিক্ষকের পরিশ্রম কম হয়,

২. শিখন দ্রুত হয়,

৩. কর্মতৃপ্তি আসে,

৪. ফলপ্রসূ সমাধানে উপনীত হওয়া যায়।

মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

১. শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে এই পদ্ধতি ভাল ভাবে কাজে লাগানো যায় না।

২. এতে ফাঁকির প্রবণতা সৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে নিবিড় কর্মতৎপরতা বজায় না রাখতে পারলে শিক্ষার্থীদের ফাঁকির প্রবণতা বাড়ে।

৩. নেতৃত্বের কোন্দল এই পদ্ধতিতে হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

৪. এই পদ্ধতিতে সময় বেশি লাগে এবং পদ্ধতির বাস্তবায়ন ব্যবয়বহুলও বটে।

উপরে যেগুলো আলোচিত বা উল্লিখিত হয়েছে এগুলো ছাড়া আপনি নিজে মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী যোগ করতে পারেন ?

ইউনিট-২ **অধিবেশন-১২**

মূল শিখনীয় বিষয়

সমস্যা সমাধান ও মাইন্ড ম্যাপিং

সমস্যা সমাধান পদ্ধতি

শ্রেণী পাঠদানের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। পদ্ধতিটির মূল কথা হলো : বিষয়বস্তুর সমস্যামূলক উপস্থাপনা। গভীর চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এতে শিখন সম্ভব করে তোলা হয়।

এই পদ্ধতিতে যৌক্তিক উপায়ে কোন সমস্যার সমাধান করা হয়। শিক্ষার্থীর জন্য সমস্যা নির্বাচন করা হয় তার পূর্বজ্ঞান ও ধারণার ভিত্তিতে। তবে সমাধান আগে থেকে তাদের জানা থাকে না। তারা তাদের ব্যক্তিগত সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপায়ে সমাধানের চেষ্টা করে। সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া একটি নির্দিষ্ট ধাপ অনুসরণ করে অগ্রসর হয়। প্রয়োজনে শিক্ষকের সহায়তায় সমস্যাটি একটি যৌক্তিক সমাধানে অগ্রসর হয়। তবে সমাধানের চিন্তন প্রক্রিয়ায় সব ক'টি ধাপ পরোক্ষভাবে সর্বদাই ক্রিয়াশীল থাকে।

শিক্ষা ও সমস্যা সমাধানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই পদ্ধতির সৃষ্টি। শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের ক্ষেত্রেও এর জন্য কয়েকটি ধাপ এবং ব্যবহৃত কৌশল সঠিক অনুসরণী করতে হয়।

এই পদ্ধতি অত্যন্ত সুকৌশলে ব্যবহার করতে হয়। বিষয়বস্তুর উপস্থাপন হবে সমস্যার আকারে -- অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়বস্তুর পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে তা প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ সমস্যার আকারে উপস্থাপন।

এসব বিবেচনাতেই বলা হয় যে, যে-প্রক্রিয়ায় শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী সম্মিলিতভাবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে শিক্ষামূলক কোনো সমস্যা সমাধান করতে ক্রিয়াশীল হয় তা-ই সাধারণ অর্থে শিক্ষামূলক সমস্যা সমাধান পদ্ধতি।

- এই পদ্ধতির চর্চার ফলে শিক্ষার্থীর জীবন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলে যায়।
- শিক্ষার্থীর বিভিন্ন দক্ষতার সুষম প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় বলে এই পদ্ধতিতে শ্রেণী পাঠদান অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। স্বাধীন এবং নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের ক্ষমতা এই পদ্ধতির সাহায্যে বিকশিত করা যায়।
- এই পদ্ধতিকে 'সক্রিয়তা ভিত্তিক পদ্ধতি' বিবেচনা করা যায়। এখানে শিক্ষার বিষয়বস্তুর বোধগম্যতার উপরই গুরুত্ব আরোপ বেশি হয়।
- এতে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ যুক্তি ও বিচারের আলোকে নতুন তাৎপর্য লাভ করে।
- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা অন্যের মতামতকে যোগ্য মর্যাদা দিতে শেখে, পারস্পরিক সহযোগিতায় কাজ করে বলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের সামাজিক প্রবৃত্তিরও বিকাশ ঘটে।

- সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে পাঠ্যক্রমের সমস্ত অংশগুলোকে সমস্যার মাধ্যমেই উপস্থাপন করা যায় না বলে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতাও সব সময় বজায় রাখা সম্ভব হয় না।
- অনেকের মতে, এতে শিক্ষার্থীদের পাঠাভ্যাস নষ্ট হয়ে যায় এবং হাতে-কলমে কাজ করতে বেশি ভালবাসে বলে এতে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হতে পারে না।
- মনে করা হয় : এই পদ্ধতিতে পাঠদান যেমন বেশি সময় ব্যয় হয় তেমনি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের জন্য ঝামেলাও বেশি।
- নিচের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য সমস্যা সমাধান পদ্ধতি উপযোগী নয়।

মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি

এটি মূলত অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত সমস্যা সমাধান পদ্ধতির একটি উপ-পদ্ধতি বিশেষ। শিক্ষালব্ধ ধারণাকে সংক্ষিপ্ত রূপে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তোলার একটি সহজ পদ্ধতি হচ্ছে Mind Mapping. চিন্তার সংরক্ষণ ও পরবর্তী পর্যায়ে তার দৃষ্টিগ্রাহ্য কাঠামোবদ্ধ প্রতিফলনই হচ্ছে Mind Map. Mind Map কাঠামোটি তথ্যভিত্তিক হয়ে থাকে এবং একটি তথ্যের সাথে অন্য তথ্যের সম্পর্কের বিবেচনায়ই তথ্য-কাঠামোটি নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে মূল ধারণাটিকে বৃত্তাকারে কেন্দ্র-বিন্দুতে রেখে এর সাথে সম্পর্কিত অন্য তথ্যসমূহ চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা হয় এবং রেখা টেনে তথ্য-সম্পর্কের যোগসূত্র বুঝানো হয়।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক পরিকল্পনা তৈরি করেন, দিক-নির্দেশনা দেন আর শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধারণা-কাঠামো বিনির্মাণ করে এবং শিক্ষার্থীরা এককভাবে, জোড়ায় অথবা দলীয়ভাবেও কাজ করতে পারে। কিন্তু তা নির্ভর করবে শিক্ষকের পরিকল্পনার উপর।

△ এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য বহুমাত্রিক; যেমন - শিক্ষার্থীর ঘনিষ্ঠতর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার সুযোগ, কর্মতৎপরতায় সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, শিক্ষার্থীর ধারণা-কাঠামো তৈরি ও বহু-ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার, তাদের সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি ও শিখন প্রক্রিয়ায় তাদের অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের সঙ্গে সামগ্রিক শিখন ঘটে।

△ এই পদ্ধতির বিশেষ ব্যবহার কৌশল আছে যাতে শিক্ষক ধারাক্রম অনুসরণ করে কাজের কাঠামোবদ্ধ রূপ শ্রেণীতে উপস্থাপন করা হয়।

△ কৌশলের সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে শিক্ষক কিছু সহায়ক ইঙ্গিত ব্যবহার করেন, তিনি Text-এর আলোকে তাঁর 'অভিষ্ঠ' হিসেবে উপস্থাপন করেন 'মাইন্ড ম্যাপ'।

△ মাইন্ড ম্যাপ তৈরি কেবল নির্ধারিত Text (অনুচ্ছেদ) এর আলোকেই নয় বরং Text ব্যতীত যে-কোন সমস্যামূলক ইস্যুকে কেন্দ্র করেও (মুক্ত চিন্তার প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে) দেওয়া যেতে পারে।

০ এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের পরিশ্রম কম হয়, শিখন দ্রুত হয়, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়ের কর্মেই তৃপ্তি আসে এবং ফলপ্রসূ সমাধানে উপনীত হওয়া যায়।

- অধিক শিক্ষার্থী এই পদ্ধতির অন্যতম অসুবিধা।
- শিক্ষার্থীদের ফাঁকির প্রবণতা থাকে।
- এতে নেতৃত্বের কোন্দল হতে পারে।
- পদ্ধতিটি অনুসরণে সময় বেশি লাগে এবং বাস্তবায়নও ব্যয়বাহুল্য।

মূল্যায়নঃ

১. সমস্যা সমাধান পদ্ধতির প্রধান গুরুত্ব কোথায় ?
২. সমস্যা সমাধান পদ্ধতি কি ভাষা ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার যোগ্য ? আপনার বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি ও উদাহরণ দিন।
৩. মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতে কার ভূমিকা কতটুকু? শিক্ষকের বেশি না কম? শিক্ষার্থীর লাভালাভ কেমন ?
৪. মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি কি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি ? এটির প্রধান সংশ্লিষ্টতা কোথায় ?
৫. উপরিউক্ত দুই পদ্ধতির একটি যৌক্তিক ও সংক্ষিপ্ত তুলনা লিপিবদ্ধ করুন।

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১ :

১. শিক্ষা শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাধ্যমে সংগঠিত হয়, তাই এই পদ্ধতি কার্যকর হওয়ার পক্ষে যুক্তি আছে।
২. আধুনিক যুগে সমস্যা সমাধান পদ্ধতির দিকে নবতর দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য পেলেও মনে হয় অনেক আগে থেকেই সমস্যা সমাধান কাজে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে থাকবে।
৩. ব্যক্তি জীবনে যে কোনো পরিবর্তন-অবস্থাই ভারসাম্য নষ্ট করলে সমস্যার সৃষ্টি হয়, এবং এ রকমটি না হলে সমাধানের সুচিন্তনও ঘটে না, আর মানুষও নতুন কৌশলের উদ্ভাবন ঘটায় না। এভাবেই চিন্তনের মূল হলো সমস্যা, তার সমাধানেই স্বশিক্ষা সম্পন্ন হতে পারে।

৪. শিক্ষার্থীর মধ্যে শিক্ষামূলক সক্রিয়তা সৃষ্টি হয় সমস্যার সম্মুখীন হলে; তাই শিক্ষা ও সমস্যা সমাধানের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে, সমস্যা সমাধানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা হয়।

পর্ব-২ :

১. মাইন্ড ম্যাপিং হচ্ছে সমস্যা সমাধান পদ্ধতি যার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা গড়ে তোলা যায়।

২. শ্রেণীকক্ষে কোনে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানের জন্য স্বাধীনভাবে এই মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি সাহায্য করে।

৩. এই পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণী কক্ষে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী শ্রেণীর বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

৪. মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা যেতে পারে [যেমন - শিক্ষক বোর্ডে একটি শব্দ লিখতে পারেন, তার সাথে অর্থবোধক অন্য শব্দ সংযোগ করার জন্য শিক্ষার্থীরা উৎসাহ পেতে পারে।]

৫. জ্ঞানকে একটি যৌক্তিক কাঠামোয় এনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার দিগন্তকে প্রসারিত করা যায়।

ইউনিট-২ **অধিবেশন-১৩**

একক, দলীয় ও জোড়ায় কাজ : বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ

শ্রেণীকক্ষে একক, দলীয় ও জোড়ায় কাজের প্রয়োগ কৌশল ব্যাখ্যা করাই এই ইউনিটের প্রধান লক্ষ্য। এ পর্যন্ত উপস্থাপিত শিক্ষণ পদ্ধতিগুলোকে ভিন্ন মাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পুনঃপর্যালোচনা সাপেক্ষে, মিশ্র-পদ্ধতি হিসেবে এই ইউনিটে বিন্যস্ত করা হচ্ছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, একক বা দলীয় কাজ ইতোপূর্বেকার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ভাবেই সাঙ্গীকৃত হয়েছে; ফলে এগুলো শিক্ষাদান-প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় : মাথা খাটানো (ব্রেন স্টর্মিং) পদ্ধতিতেই আসলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একক ভাবে কাজ করানো হয়; আলোচনা পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই নিজস্ব মতামত দেয়--এটাও একক কাজ বিশেষ, আলোচনা এক ধরনের দলগত কাজও বটে, সমস্যা সমাধান পদ্ধতিতে একটা পর্যায়ে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষের শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়ের অনুধাবন, অনুশীলন এবং শিখন ও আয়ত্তকরণের কার্যকর সুযোগ করে দেন। প্যানেল আলোচনায়ও এ ব্যাপারটি ঘটে। মাইন্ড ম্যাপিং পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থীরা দলগত ও ঘনিষ্ঠতর সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

উপরিউক্ত পরিপ্রেক্ষিতে, এই ইউনিটে শিক্ষার্থীদের আন্ত-ব্যক্তিক মানসিক ক্ষমতা উন্নয়নের মাধ্যমে প্রত্যেকের স্বশিক্ষণ পারঙ্গমতার উৎকর্ষ ঘটিয়ে বৃহত্তর পারম্পর্যে শিক্ষণের সম্প্রসারণ এবং এ সম্পর্কে সরল-রৈখিক ও তির্যক কার্য-সমীকরণের পদ্ধতি বিবৃত হবে।

উদ্দেশ্য

এ অধিবেশন শেষে আপনি-

- একক, দলীয় ও জোড়ায় কাজের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা । এখানে এসব কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে পুনঃচিন্তনের দিশা পাবে।
- একক, দলীয় ও জোড়ায় কাজের ব্যবহার কৌশল প্রয়োগ করা। এগুলোর অন্তর্নিহিত স্বরূপ সম্পর্কে আরো উপলব্ধি করতে পারবে।
- একক, দলীয় ও জোড়ায় কাজের সুবিধা অসুবিধা নিরূপণ করা । উল্লেখিত তিন পদ্ধতি সম্পর্কে ইতোপূর্বে প্রাপ্ত ধারণাগুলোর অতিরিক্ত করণীয় ও চিন্তনের সুযোগ পাবে।

পর্বসমূহ

পর্ব-১ ঃ একক কাজ (Individual task/assignment)

একক কাজ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. একক কাজ মূলত সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি ব্যাপক-অনুসৃত একটি পদ্ধতি। শিশুকালের হাতেখড়ি থেকে শুরু করে মাতা-পিতা, গৃহশিক্ষক, ব্যক্তিগত শিক্ষক, অত্যল্প সময়ে কাউকে কিছু যদি কেউ শিক্ষাদান করে -- সবাই শিক্ষার্থীকে একক কাজেই প্রবৃত্ত করান।

২. একক কাজ এক অর্থে স্বশিক্ষার সোপান বিশেষ (আর স্বশিক্ষাই হয় সুশিক্ষা)।

৩. একক কাজে বিভিন্ন মেধা ও পারঙ্গমতার শিক্ষার্থীর শিখন কার্যকর হয়।
৪. একক কাজ শিক্ষার্থী ভেদে বিভিন্ন মাত্রায় ফলপ্রসূ হয়।
৫. সকল শিক্ষাদান পদ্ধতিতেই কোনো-না-কোনো পর্যায়েই অপরিহার্য হলো একক শিক্ষাদান।

একক কাজ পদ্ধতির সুবিধা

১। প্রতিটি শিক্ষার্থী নিজস্ব চিন্তা শক্তি বিকাশের সুযোগ পায়।
২। শিক্ষার্থীর আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।
৩। আমিও কিছু করতে পারি, শিক্ষার্থীর মধ্যে এ চেতনাবোধ জাগ্রত হয়।
৪। বিভিন্ন মেধা ও পারঙ্গমতা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদান করার সুযোগ এতে থাকে।
৫। একক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীকে স্বশিক্ষা গ্রহণ করতে হয়, তাই এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা থাকে।

একক কাজ পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

১। বিভিন্ন মেধা, বিচিত্র পারিবারিক-সামাজিক, শ্রেণীর ও মানসিক পটভূমি/পারিপার্শ্ব থেকে শিক্ষার্থীরা আসতে পারে বলে প্রত্যেকের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন হওয়া অবধারিত। এদের সকলের এক সঙ্গে সমন্বিত শিক্ষাদান শিক্ষকের জন্য এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান চ্যালেঞ্জ বিশেষ।
২। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষককে একক ভাবে নজর রাখতে হয় ও যত্ন নিতে হয়; এর জন্য শিক্ষককে যুগপৎ শিশু-মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাদান কৌশলের সম্পৃক্তি ঘটিয়ে পুরো শ্রেণীকক্ষ নিয়ন্ত্রণে সদা-জাগ্রত ও অতি-যত্নশীল (meticulous) থাকতে হয়; ফলে শিক্ষকের মানসিক চাপ পড়তে পারে।
৩। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ক্লাশে এই পদ্ধতি সর্বদা কার্যকর ভাবে প্রয়োগ করা প্রায়শঃই দুরূহ হতে পারে। এতে শিক্ষকের এবং শিক্ষার্থীরও অলসতা আসতে পারে। মূল বিষয় হতে শিক্ষক বিচ্যুতও হতে পারেন।
৪। শিক্ষার্থীদের মেধা, শিখন-ক্ষমতা (aptitude) ও নিবিষ্ট পাঠে মনোনিবেশের ভিন্নতা হেতু সামগ্রিক শ্রেণীকক্ষের পঠন ও শিখন অগ্রগতি সুনির্দিষ্ট স্তর অর্জনে ব্যর্থ হতে পারে।
৫। একক কাজ পদ্ধতিতে প্রায়শঃই শিক্ষার্থী আপন ভুবনে ডুবে যায়, ফলে সে আলোচনা ও শিক্ষণীয় বিষয়ের বাইরে চলে যায়।

একক কাজ পদ্ধতি প্রয়োগের সম্ভাব্য কৌশল

১. শুরুতে শিক্ষার্থীকে একটা সুপরিচিত ও সর্বজন বিদিত বিষয় দেয়া যেতে পারে যা হতে হবে সুনির্দিষ্ট, সহজবোধ্য এবং আগ্রহ-উদ্দীপক। তা হতে পারে : শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবন থেকে লক্ষ্য করা যায় -- এমন কিছু।

২. বিষয়বস্তু এমন হলে ভাল হয় যা হবে শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

৩. একই শ্রেণীকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি অভিন্ন বিষয় ও সেই সাথে ভিন্ন-ভিন্ন বিষয় দেয়া যেতে পারে প্রত্যেকের মেধা ও শিখন-প্রকৃতি নির্ধরিণের জন্য।

৪. অনুশীলনের জন্য গদ্যের বা পদ্যের পাঠ্যাংশের উপর ভিত্তি করে এক-এক জনের ভিন্ন-ভিন্ন চিত্রনের কাজ দেয়া যেতে পারে; যেমন- রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে....' অবলম্বনে প্রত্যেককে এক-একটি বর্ণনার চিত্র আঁকতে দেয়া যায়, কাউকে একটা ম্যাপ আঁকতে দেয়া যায় -- ইত্যাদি।

৫. কোনো কোনো শিক্ষার্থীর জন্য অন্তত মৌখিক অনুশীলন (যথা : পঠন, আবৃত্তি, গল্প ও বর্ণনা ইত্যাদি) বিশেষ ভাবে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক শিখনের জন্য ফলদায়ক হতে পারে। শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ, বিবেচনা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী সেসব তাৎক্ষণিক কৌশলাদি নির্ধারণ করে নিতে হবে।

উপরে যেগুলো আলোচিত বা উল্লিখিত হয়েছে এগুলো ছাড়া আপনি নিজে একক কাজ পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী যোগ করতে পারেন ?

পর্ব-২ ঃ জোড়ায় কাজের পদ্ধতি

জোড়ায় কাজ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১। শ্রেণীকক্ষে বা শ্রেণীকক্ষের বাইরে সীমিত পর্যায়ে কার্যকর এই পদ্ধতিও প্রাচীন ও প্রথাগত ভাবে ব্যবহৃত।

২। জোড়ায় কাজ পদ্ধতির প্রধান হলো দুই জন সম-পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে (বালক ও বালক, বালিকা ও বালিকা অথবা যেখানে সহশিক্ষা প্রচলিত সেখানে প্রয়োজনে বিপরীত লিঙ্গের দুই জনকে) একত্রে অনুশীলন, পঠন ও শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩। ক্ষেত্রবিশেষে জোড়ায় কাজ পদ্ধতি যথেষ্ট ফলদায়ক।

৪। জোড়ায় কাজে শিক্ষার্থীদ্বয় পরস্পরকে সাহায্য করে এবং এক অপরের সম্পূরকের ভূমিকা পালন করে।

৫। জোড়ায় কাজে বৃহত্তর দলীয় কাজের ভিত রচিত হয় ও তা মজবুতও হয়।

জোড়ায় কাজ পদ্ধতির সুবিধা

১. জোড়ায় কাজের বড় সুবিধা হলো নিবিড়, অন্তরঙ্গ ও পারস্পরিক বন্ধুত্বসুলভ মনোভাবের মাধ্যমে আনন্দের সঙ্গে শিখন।
২. একজন যা জানে না এবং যা শিক্ষক বা অন্যসূত্রে জানা যায় না তা জোড়ার সঙ্গীর কাছ থেকে সহজেই জানতে পারা যায়, আর এভাবেই শিখন-ঘাটতি অনেকাংশেই দূর করা যায়।
৩. চিন্তা চেতনায় আদান প্রদান করা যায়।

৪. বিষয়ের উপর অধিক তথ্য প্রদান সম্ভব হয়।
৫. পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।
৬. অপেক্ষাকৃত কম সময় সাপেক্ষ সমাধান খুজে বের করা যায়।

জোড়ায় কাজ পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

১. জোড়ায় কাজের মাধ্যমে সর্বপ্রকার শিখন অগ্রগতি লাভ সম্ভব নয়।
২. মতপার্থক্য ঘটতে পারে।
৩. সময় বেশী লাগতে পারে।
৪. একে অন্যের সম্পর্কে নেগেটিভ ধারণা আসতে পারে।
৫. দুজনের মিল না হলে বিরোধ বাঁধে এবং মূলত শিখন অগ্রগতি কিছুই হয় না।

উপরে যেগুলো আলোচিত বা উল্লিখিত হয়েছে এগুলো ছাড়া আপনি নিজে জোড়ায় কাজ পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী যোগ করতে পারেন ?

পর্ব-৪ : দলীয় কাজ (Group task)

শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমের আধুনিক পদ্ধতির অন্যতম হলো দলীয় কাজ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠতর ও সক্রিয় অংশগ্রহণ করানোর মাধ্যমে শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ করানো যায়। একক, জোড়ায় ও দলীয় কাজ আসলে একই ধারাবাহিকতায় গ্রথিত। একটা চিত্রাংকন একক কাজ হতে পারে, দুজনে মিলে জোড়ায় চিত্র বা ম্যাপ আঁকতে পারা যায় এবং দলীয় কাজে এর চেয়ে বৃহত্তর ও ব্যাপকতর কর্ম সম্পাদন হতে পারে -- যেমনটি ইতোপূর্বে, এই ইউনিটে উপস্থাপিত হয়েছে : মাইন্ড-ম্যাপিং পদ্ধতি। সেখানে তথ্য বিশ্বের জ্ঞানকে একটি যৌক্তিক কাঠামোয় এনে শিক্ষার্থীদের ধারণায় অর্থপূর্ণভাবে সঞ্চালন ঘটাতে দলগত কাজ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

দলগত কাজ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

১. সমস্যা চিহ্নিত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলভাগ করে প্রত্যেক দলের কাজ বুঝিয়ে দেয়া হয়।

২. এই পদ্ধতিতে শিখনের-প্রাপ্ত ফলাফল (outcome) শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের জন্য উদ্দিষ্ট উপায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবেই সম্পর্কযুক্ত ।

৩. পরিব্যপক কোর্স ভিত্তিক (pervasive course-based) শিখন পরিস্থিতি টেকসই ভাবে/গঠনমূলক ভাবে সামাল দিতে হলে দলগত কাজের মাধ্যমে তা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে।

৪. গভীর অথচ বিস্তৃত শিখন-উদ্যোগ (adaption of deep learnign approach) দলগত কাজের কার্যকর বৈশিষ্ট্য বিশেষ।

দলীয় কাজ পদ্ধতির সম্ভাব্য কৌশল

ক। দলগত কাজ করাতে হলে শিক্ষককে তাঁর সর্বোচ্চ ব্যক্তিত্ব, মেধা, নেতৃত্ব-ক্ষমতা এবং সঙ্গে-সঙ্গে আরো বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ (monitoring) ও তদারকীর সম্পৃক্ততায় পুরো শ্রেণীকে আমলে নিতে হবে।

খ। শিক্ষকের মূল উদ্দীষ্ট হবে কার্যকর শিখন (Active learning) সম্পন্ন করানো।

গ। এর জন্য শিক্ষক বিভিন্ন দল (Cohorts)-এর আগ্রহ সৃষ্টি, মনোযোগ ধরে রাখা এবং অভিঘাত উপস্থাপনে যত্নবান হবেন।

ঘ। শিক্ষককে সচেষ্ট এবং নিশ্চিত হতে হবে যেন দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের এবং দলের যৌথ কাজে সক্রিয় থাকে। তিনি প্রতি ক্লাশে, শিক্ষাকালের পুরো সময় ধরেই তা করবেন -- যেন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হবে, শুধু একটি ক্লাশে বা সাময়িক সময়ের জন্য না হয়ে বরং সারা শিক্ষা বছর জুড়েই শিক্ষার্থীর আগ্রহ বজায় থাকে; আর অন্তিমে যেন এমন হয় যে, যে-জ্ঞান ও দক্ষতা দলগত কাজে শিক্ষার্থী অর্জন করবে তা তাদের পারঙ্গমতায় যুক্ত হবে।

ঙ। বরফ গলানো : শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের শীতলতা দূর করাবার জন্য বরফ গলানোর কাজটি করতে পারেন; প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বলতে পারেন নিজের পরিচয় দিতে এবং তার ভীতির ও সংকোচের কারণ ব্যক্ত করে তার প্রত্যাশার কথা বলবে।

চ। তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন : প্রত্যেককে প্রথমে নিজের মত করে পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে বলা যায় <যথা : একটা গল্পাংশের চরিত্রাবলি, শব্দ ব্যবহার, ঘটনা, বিশেষ দিক ইত্যাদি>, তারপর এক-একজন পাঠসঙ্গীর (peer)-সমন্বয়ে সেগুলোর সংকলন করা যায়। অতঃপর নমুনা যাচাই-বাছাই করে শিক্ষক দলভাগ করতে পারেন এবং ভিন্নভিন্ন দলের বিভিন্ন করণীয় নির্ধারণ করে দিতে পারেন।

ছ। প্রদত্ত কাজের উদ্দেশ্য থাকবে পঠনীয়/অধিতব্য বিষয়ের সামগ্রিক খতিয়ান গ্রহণ এবং শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চাহিদা নিরূপন। এই চাহিদাই পর্যায়ক্রমে শিখন-ফল হিসেবে বেরিয়ে আসবে -- যা শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের বছরান্তের কাম্য হবে।

জ। উপস্থাপন কৌশল : শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সংশ্লেষে শিক্ষক তাঁর নিজস্ব ভাষণে ও কৌশলে অধিতব্য বিষয়কে ও করণীয়কে উপস্থাপন করবেন। এর জন্য তিনি বোর্ড ব্যবহার থেকে শুরু করে সম্পর্কযুক্ত চিত্র, ম্যাপ, পোস্টার, সম্ভব হলে OHP বা PC স্লাইড অথবা পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদির ব্যবহার করতে পারেন অনুরূপ উপস্থাপনার জন্য। অন্তত ''মৌখিক উপস্থাপনাও" উৎসাহ ব্যঞ্জক ও স্বশিক্ষণীয় হতে পারে <'শিখতে চাইলে শেখাও' -- আদর্শ তত্ত্বানুসারে>।

একটি নমুনা

১ম ধাপ। প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষক ৬/৭ টি দলে (অথবা ক্লাশের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় কয়েকটি দলে) ভাগ করবেন এবং প্রতিটি দলে একজন করে দলনেতা মনোনয়ন দেবেন।

২য় ধাপ। এবার, ধরা যাক তাদের পাঠ্য পল্লী কবি জসীম উদ্দীন-এর উপর এককভাবে শিক্ষক চিন্তা করতে বলবেন এবং কবি সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য খাতায় লিখতে বলবেন (০৫ মিঃ)

২য় ধাপ। তারপর প্রতিটি দলের মাঝে তিনি একটি কর্মপত্র বিলি করবেন এবং সেটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পাঠ করতে বলবেন, সেই সাথে এর মূলভাবও খাতায় লিখতে বলবেন।

৩য় ধাপ। এবার জোড়ায় বা দলকে লিখিত তথ্যের আদান প্রদান করতে এবং কবি জসীম উদ্‌দীনের উপর তথ্য ছক তৈরি করতে বলা হবে (জোড়ায় কাজ/ দলের কাজ) (০৭ মিঃ)

৪র্থ ধাপ। ৩-৪ জোড়াকে/দলকে এবার শিক্ষক শ্রেণীতে তাদের তথ্য ছক উপস্থাপন করতে বলবেন এবং সঠিক তথ্য উপস্থাপনে তিনি সহযোগিতা করবেন (০৮ মিঃ)

সম্ভাব্য ছকবদ্ধ উপস্থাপন ঃ

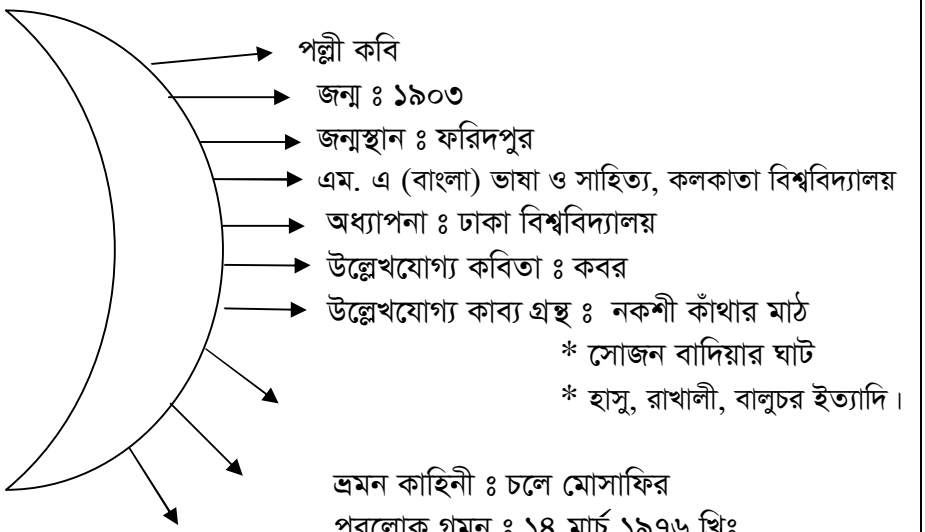

৫ম ধাপ। এবার কর্মপত্রে উল্লেখিত 'রূপাই' কবিতাটির মূলভাব দলের সকলের সহযোগিতায় দলনেতাকে পোস্টার পেপারে লিখতে বলা হবে এবং লেখা শেষে সেটি দেয়ালে টানাতে হবে।

৬ষ্ঠ ধাপ। ৩-৪ জোড়া/দল থেকে শিক্ষক শ্রেণীতে উত্তর পড়তে বলবেন, তাঁর মতামত দেবেন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থী তাঁদের খাতায় উত্তরসমূহ লিখছেন কিনা- এ ব্যাপারে খোজ খবর নেবেন।

৭ম ধাপ। এখন ২-৩টি পোস্টার পেপারে-উল্লেখিত মূলভাব দলনেতাদের দিয়ে শিক্ষক পাঠ করাবেন এবং তিনি ফলাবর্তন দেবেন, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের মূলভাব লিখতেও সহযোগিতা করবেন।

সম্ভাব্য উত্তর ঃ

এ কবিতায় প্রকৃতির পটে চাষীর ছেলে রূপাই এর সহজ সুন্দর রূপটি তুলে ধরা হয়েছে। চাষীর ছেলে রূপাই। কালো তার গায়ের রং, কিন্তু সে কালো আমাদের দৃষ্টিতে মায়ার পরশ বুলিয়ে দেয়। সে যেন পল্লী প্রকৃতির সহজ সরল রূপকে ধরে রেখেছে তাঁর সর্বাঙ্গে। সে রূপ সহজেই সকলের হৃদয় জয় করে। তাকে দেখে এক সহজ আনন্দে মন ভরে যায়। চাষীর ছেলে কালো রূপাইয়ের তুলনা নেই।

শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন উপায়
পর্যবেক্ষণ
প্রদত্ত কাজ সম্পাদন নিশ্চিত করণ
দলীয় কাজে অংশগ্রহণ তদারক করণ
প্রশ্ন করণ
ইতোপূর্বে একক ও জোড়ায় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ অভ্যাস করণ

ঝ। সমাপনী বয়ান : দলীয় কাজের উপস্থাপন সমাপ্তিতে শিক্ষক পর্যালোচনা মূলক এক বা একাধিক বক্তৃতা-উপস্থাপন করবেন। ভাল মনে করলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দিয়েও প্রধান-প্রধান বক্তব্যগুলো বলাতে পারেন।

ঞ। বাড়ির কাজ : ক্লাশে নির্ধারিত পাঠ্য-ভিত্তিক প্রকল্প (Class project) 'কেস স্টাডি' হিসেবে বাড়ির কাজ দেয়া যায়। ক্লাশে যেগুলো আলোচিত ও পঠিত হয়েছে তার পদ্ধতির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীরা ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক পর্যায় ভাগে বাড়ির কাজ করে দলীয়ভাবে ক্লাশে উপস্থিত করতে পারে।

দলীয় কাজ পদ্ধতির সুবিধা

১. এই পদ্ধতিতে কাজে আনন্দ আসে। দলগত সম্প্রীতি গড়ে ওঠে এবং প্রতিযোগিতার স্পৃহা তৈরি হয়, ফলে উৎকর্ষের দিকে শিক্ষার্থীরা যত্নবান হয়।

২. কাজে গতি আসে। শিক্ষার মান উন্নয়নে দলগত পদ্ধতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সুফল বয়ে আনে।

৩. বিষয়ের বিশ্লেষণ পুঙ্খানুপুঙ্খ করা সম্ভব হয়, ফলে শিখন শিক্ষার্থীর মনে স্থায়ী হয়।

৪. দ্রুত কাজ শেষ করা যায় এবং দলগত ঐক্য শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত জীবনে সংঘবদ্ধতার সোপান তৈরি করে।

৫. হার জিতের ভয় থাকে না, তাই শিক্ষার্থী নিঃশঙ্কোচে কাজ করতে পারে, অন্যের কাছ থেকে বিনা দ্বিধায় শিখতে পারে।

দলীয় কাজ পদ্ধতির অসুবিধা/সমস্যা

১. দলের মধ্যে বিভিন্ন মেধা ও কার্যক্ষমতার শিক্ষার্থী থাকার ফলে এক বা একাধিক জন বেশির ভাগ কাজের বোঝা বহন করে থাকে, ফলে অন্য ক'জনের ফাঁকি দেয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

২. বিভিন্ন মেজাজ, মানসিকতা ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের শিক্ষার্থী থাকার ফলে মতপার্থক্য সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় কাজের সমন্বয়ের অভাব ঘটে। এক দুজনের ভুল বা গাফলতির জন্য পুরো দলের কাজ ঝুলে যেতে পারে।

৩. দক্ষ ও কর্মশীল কয়েক জন কাজের সিংহ ভাগ সম্পন্ন করতে পারে বলে অন্যদের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

৪. ক্ষেত্রবিশেষে দলীয় কাজ ব্যয় বহুল হতে পারে এবং তা হয়েও থাকে।

উপরে যেগুলো আলোচিত বা উল্লিখিত হয়েছে এগুলো ছাড়া আপনি নিজে দলীয় কাজ পদ্ধতির ব্যাপারে আর কী-কী যোগ করতে পারেন ?

ইউনিট-২ **অধিবেশন-১৩**

মূল শিখনীয় বিষয়

একক, দলীয় ও জোড়ায় কাজ

একক কাজ

প্রাচীন কাল থেকেই শিশুর শিখন শুরু হয় একক কাজের মাধ্যমে। তাই এটি স্বশিক্ষার সোপান এবং প্রকৃত সুশিক্ষা বটে। সকল শিক্ষাদান পদ্ধতিতেই কোনো-না-কোনো পর্যায়েই অপরিহার্য হলো একক শিক্ষাদান। এতে বিভিন্ন মেধা ও পারঙ্গমতার শিক্ষার্থীর শিখন কার্যকর হয় এবং শিক্ষার্থী ভেদে তা বিভিন্ন মাত্রায় ফলপ্রসূ হয়।

শিক্ষার্থীদের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে বলা হয় কোনো বিষয়ের উপর তাদেরকে নিজস্ব চিন্তার মাধ্যমে সমাধান বের করার জন্য। এতে অপেক্ষাকৃত ছোট সমস্যা নিয়ে এবং কম সময় সাপেক্ষে একক কাজ সম্পন্ন হয়।

এই পদ্ধতি প্রয়োগে শিক্ষককে কিছু কৌশল স্থির করে নিতে হয়। সুপরিচিত ও সর্বজনবিদিত এবং শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ সহজবোধ্য ও আগ্রহ-উদ্দীপক কিছু প্রত্যেকের জন্য নির্বাচন করা কৌশলের মূল কথা। বস্তুত শিক্ষককে পর্যবেক্ষণ, বিবেচনা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিক কৌশলাদি নির্ধারণ করে নিতে হয়।

- এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাশক্তি বিকাশের সুযোগ এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বশিক্ষার-সামর্থের চেতনা জাগে।
- বিভিন্ন মেধা ও পারঙ্গমতা-সম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য সুযোগ এতে আছে।

- বিচিত্র পটভূমি/পারিপার্শ্ব থেকে আগত শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান চ্যালেঞ্জ বিশেষ। শিক্ষকের মানসিক চাপ থাকে।
- অধিক শিক্ষার্থী হলে এটি দুরূহ এবং মূল থেকে শিক্ষক বিচ্যুত হতে পারেন।

▶সামগ্রিক শ্রেণীকক্ষ-শিখন সুনির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে না, শিক্ষার্থীও বিষয়ের বাইরে চলে যায়।

জোড়ায় কাজ

একজন শিক্ষার্থী অন্য একজন সমগোত্রীয় শিক্ষার্থীর সাথে (বালক বা বালিকা) একত্রে একটি বিষয় নিয়ে কাজ করা হলো এই পদ্ধতির মূল। এতে দুজন শিক্ষার্থী একটি বিষয়ের সমাধান খুঁজে বের করে। এখানে একে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে। এভাবে পরস্পরের সম্পূরকের ভূমিকা পালনের সঙ্গে-সঙ্গে বৃহত্তর দলীয় কাজের ভিত রচিত ও মজবুত হয়।

দলীয় কাজ

একক কাজ ও জোড়ায় কাজের ধারাবাহিকতার শেষ পর্যায় দলীয় কাজ। এতে শিক্ষণীয় বিষয়কে পুরো শ্রেণীর মধ্যে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে ভাগ করে দেয়া হয় যাতে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই শিক্ষণীয় বিষয়কে শিখনে মূর্ত করে তোলে।

এতে বিভিন্ন দল তাদের প্রতিযোগিতামূলক স্পৃহা থেকে শিখন কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে সদা সতর্ক, পরিবীক্ষণক্ষম ও শিক্ষার্থী সুহৃদসুলভ মনোভাব বজায় রেখে বিভিন্ন দলকে পরিচালিত করতে হয়।

অত্যল্প সময়ের মধ্যে কার্যকর ফল লাভের একটি অন্যতম উপায় দলগত কাজ। এর জন্য বিশেষ কৌশল, মূলত শিক্ষককেই উদ্ভাবন করে নিতে হয়। এই পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে, তবে সুবিধার দিক-ই বেশি।

এই পদ্ধতির একাধিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্যতম হলো : গভীর অথচ বিস্তৃত শিখন-উদ্যোগ (adaption of deep learnign approach)। এতে কতিপয় কৌশল কার্যকর; যথা- পুরো শ্রেণীকে আমলে নেয়া, কার্যকর শিখন সম্পন্ন করানো, অভিঘাত উপস্থাপনে যত্নবান হওয়া এবং সারা শিক্ষাবছরেই শিক্ষার্থীর আগ্রহ বজায় রাখা। এর অতিরিক্ত হিসেবে : বরফ গলানো,

তথ্য সংগ্রহ/সঙ্কলন, বিষয়ের সামগ্রিক খতিয়ান গ্রহণ এবং উপস্থাপন কৌশল। এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়নের প্রয়োজনও হয়।

- দলীয় কাজ পদ্ধতিতে কাজে আনন্দ ও দলগত সম্প্রীতির সঙ্গে প্রতিযোগিতার স্পৃহা তৈরি হয়, শিক্ষার্থীরা উৎকর্ষে যত্নবান হয়।
- কাজে গতি আসে, মান উন্নয়নে সুফল আনে, বিষয়ের বিশ্লেষণে পুঙ্খানুপুঙ্খ করা যায় -- ফলে শিখন মনে স্থায়ী হয়।
- দ্রুত কাজ শেষ করা যেতে পারে, ভবিষ্যত জীবনের সংঘবদ্ধতা আসে, হার জিতের ভয় থাকে না, সবাই নিঃসঙ্কোচে কাজ করে, অন্যের কাছ থেকে শিখতে পারে।

- এতে এক বা একাধিক জনকেই আসল কাজ করতে হতে পারে, অন্যরা ফাঁকি দিতে পারে।
- মত পার্থক্যের সম্ভাবনা থাকে, কাজের সমন্বয়ের অভাব ঘটে এবং কারো ভুলে কাজ ঝুলে যেতে পারে।

  (কয়েক জন কর্মশীল হয়, অন্যরা নির্ভরশীল হতে পারে।

  পদ্ধতিটি কখনো ব্যয়বহুলও হতে পারে।

মূল্যায়নঃ

১। দলীয় ও জোড়ায় কাজের সুবিধাসমূহ কী ?

২। একক, জোড়ায় কাজের অসুবিধাসমূহ কী ?

৩। শিক্ষার্থীদের জোড়ায় চিন্তা করে কী রকম উত্তর খাতায় লিখতে বলা যায় ?

৪। জোড়ায় কাজে যে সব সমস্যা হতে পারে সেগুলো কী ভাবে মোকাবিলা করা যায় ?

৫। দলীয় কাজে স্বরূপ তুলে ধরুন। এরূপ কাজের বড় সুবিধা কী?

৬। শিক্ষকের সম্পৃক্ততা দলীয় কাজে কতটুকু ও কী প্রকার?

সম্ভাব্য উত্তরঃ

পর্ব-১

১। নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ মেধার বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রতি যত্ন নেয়ার জন্য এই পদ্ধতির বিশেষ সুবিধা থাকে।

২। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা, স্বকীয়-পারঙ্গমতা ও মৌলিকতার প্রকাশ এবং বিকাশ এই পদ্ধতিতে সম্ভব।

৩। অমনোযোগী ও শিখনে যে শিক্ষার্থীর অনীহা থাকে চিহ্নিত করে এই পদ্ধতিতে শিক্ষক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

পর্ব-২ ঃ

ক। শুধু নিয়মিত শিক্ষার্থীদের বেলাতেই জোড়ায় কাজ কার্যকর হতে পারে; দুজনের মধ্যে কোনো একজন অনিয়মিত হলে অথবা কোনো কারণে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে জোড়ায় কাজ ফলপ্রসূ হতে পারে না।

খ। সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিকতা-প্রভাব এবং গোত্রগতভাবে তফাত থাকলে জোড়ায় কাজের উৎসাহে কমতি হতে পারে।

গ। প্রথাগত/প্রচলিত (traditional) শিক্ষার্থীদের বাইরে জোড়ায় কাজে ব্যাপৃত করানো সহজ নাও পারে।

ঘ। জোড়া নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিক্ষককে উপরিউক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে বিচার-বিচক্ষণতার সঙ্গে পুরো শ্রেণী বা শিক্ষার্থীদলকে বিন্যস্ত করতে হবে।

ঙ। জোড়ায় কাজ থেকে (এমন কি দলগত কাজ থেকেও) শিক্ষার্থীরা নিজেরা-নিজেরা কী-কী শিখতে পারছে -- সেই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে পারে।

চ। লিখন-অনুশীলনে একে অপরের লিখিত কাজের/অংশের উপর যেন নির্ভরশীল না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

পর্ব-৩

১। দলীয় কাজে সবচেয়ে বড় দায়িত্ব শিক্ষকের। তাঁকে পুরো ব্যাপারটি সুষ্ঠু প্রাক-পরিকল্পনা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিচালিত করতে হবে।

২। শিক্ষক দল ভাগের সময় শিক্ষার্থীদের প্রকৃতি, মেধা, সামাজিক পটভূমি ও শিশুর মন-মানসিকতার ওপর বিশেষ খেয়াল রাখবেন।

৩। শিক্ষক দলগত কাজ চলার সময় শ্রেণী কক্ষের সবদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঘুরে-ঘুরে পর্যবেক্ষণ করবেন এটা দেখার জন্য যে, প্রত্যেক দল কী করে তাদের দলগত কাজটি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং এভাবে তিনি দলের কার্যক্ষমতা ও গতিশীলতার মূল্যায়ন করবেন।

৪। স্বল্পবয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাজের একাগ্রতার চেয়ে ইচ্ছানুযায়ী বিক্ষিপ্ত ও খেয়ালী কিছু করার প্রবণতা থাকে; এমনটি হলে ক্লাশের সার্বিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। শিক্ষককে দলীয় কাজের সময় এদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হয়।

৫। পরিবীক্ষণ একটি দীর্ঘ মেয়াদী আয়ত্তকরণীয় দক্ষতা। শিক্ষককে প্রাথমিক ভাবে একক, জোড়ায় এবং সর্বশেষ পর্যায়ে দলীয় কাজে তার পূর্ণ ব্যবহার করতে হয়।

৬। শিক্ষা লাভ করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ অত্যাবশ্যক -- বিশেষ করে দলীয় কাজের সময় তা আরো বিশেষ ভাবে উপযুক্ত ও অনুকূল থাকতে হবে। এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজে এবং তার দলের ভেতর সক্রিয় কর্মী হিসেবে ব্যস্ত থাকে।

৭। দলকে কিছু 'গাইড লাইন' দেয়া যেতে পারে, কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যেন তারা নিজেদের ধ্যান-ধারণা ও সৃষ্টিশীলতাকে উপস্থাপন করতে উৎসাহিত হয়।

৮। বিচিত্র বা অদ্ভুত কোনো কিছু, দল থেকে উপস্থাপিত হলে তার প্রতি তিরষ্কার বা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ না করে যথাসাধ্য মানিয়ে নিয়ে, সম্ভব হলে তাদের ধারণাকে কিছুটা সমন্বিত করে, দলকে উৎসাহ দেয়া যেতে পারে।